CDRC
Chars Development Research Centre | RDA

LightCastle Partners

M4C
MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

# চরাঞ্চলে কৃষি উপকরণের সম্ভাবনা

পরিকল্পনায়

Rural Development and Cooperatives Division
Ministry of LGRD & Cooperatives

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

বাস্তবায়নে

RURAL DEVELOPMENT ACADEMY, BOGRA

swisscontact

## মুখবন্ধ
## cKí cwiPvjK

ড. মোঃ আব্দুর রশিদ
প্রকল্প পরিচালক
মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)

P‡ii evaò I SxUKcY Rb‡Mvôxi Lv`¨Pwn`v I cwói †hvMvb wbwðZK‡í ¸YMZgvb m¤úb KwIcY¨ Drcv`b GK Acwinvh A½ hv KgV Piievmxi (bvix/পুরুষ) Kgms¯vb mwµói gva¨‡g দারিদ্র্য we‡gvP‡b fwgKv ivL‡Q| দারিদ্র্য ïa GKRb e¨w³‡KB wcwQ‡q †`q bv, †MvUv †`k I RwZ‡K wcwQ‡q wb‡q hvq| eZgv‡b †hLv‡b evsjv‡`‡k kZKiv 24.3 Rb (২০১৬) †jvK দারিদ্র্য mxgvi নি‡P evm Ki‡Q (12.9% AwZ দারিদ্র্য mxgvi নি‡P), †mLv‡b Pi GjvKvq kZKiv cvq 70 Rb †jvK দারিদ্র্য mxgvi নি‡P evm K‡i|

Pi GjvKvq †hgb দারিদ্র্য cwoZ gvb‡Ii msL¨v †ewk Ab¨w`‡K KwImn Rxebhvîvi gv‡bvbq‡b AZx‡Z উল্লেখ Kivi g‡Zv †Kvb mgwšZ পদক্ষেপ গ্রহণ Kiv nqwb| hw` I Pi GjvKv GKwU m¤vebvgq Drcv`b ক্ষেত্র| G Kvi‡Y *ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডি এফ আই ডি)*'i mnvqZvq *চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি)*'i gva¨‡g Piievmxi Rxebgvb Dbqb কর্মকাণ্ড cwiPwjZ nq Ges *সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (এস ডি সি)*'i mnvqZvq *মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)* cK‡íi gva¨‡g P‡ii evRvi e¨e¯v Dbqb Kvhµg Pjgvb Av‡Q| Pi GjvKvi `wi`¨ we‡gvPb Kivi Rb¨ ¸YMZ gvbm¤úb KwI DcKiY evRvi m¤úmvi‡Yi m¤vebv hvPvB K‡i c‡qvRbxq পদক্ষেপ MnY I mô বাস্তবায়ন c‡qvRb|

m¤ve¨Zv hvPvB‡qi KvRwU Kivi Rb¨ *এমফোরসি* Ges *সিডিআরসি* gvV chvq †_‡K Z_¨ msMn K‡i| c_gZ, PivÂ‡ji 3 wU †Rjvi (KwoMvg, MvBevÜv I wmivRMÄ) সংশ্লিষ্ট miKwi we fvM, Dbqb cKí I GbwRI †_‡K Z_¨ msMn Kiv nq| wØZxqZ, 3 wU †Rjvi PivÂj †_‡K ckgvjv Rwic, DVvb ˆeVK I †dvKvm গ্রুপ wWmKvk‡bi gva¨‡g KwI DcKiY e¨emvqx Ges KIK chvq †_‡K cv_wgK Z_¨ msMn Kiv nq| ZZxqZ, miKvix, GbwRI, e¨emvqx (LPiv we‡µZv I wWjvi), †Kv¤úvbx I ¯vbxq cwZwbwa‡`i m¤ú„³ K‡i w`be¨vcx Kgkvjvi Av‡qvRb Kiv nq|

AskMnYKvix H mKj D`¨gx Piievmx bvix, KIK Ges e¨emvqx‡`i AwfÁZvi Av‡jv‡K GB PivÂ‡j KwI DcKi‡Yi m¤vebv প্রকাশনাটি cYxZ n‡q‡Q, †hb পুস্তিকাটি KIK, KwI m¤úmviYwe`, KwI DcKiY e¨emvqx, LPiv e¨emvqx, wWjvi, wWwÆweDUi, ‡Kv¤úvbx Ges M‡elK cgL e¨w³e‡Mi Kv‡R Av‡m| KwI DcKiY evRvi m¤vebv প্রকাশনাটি cKv‡k mweK w`K wb‡`kbv c`vb K‡i‡Qb *এমফোরসি'র* Uxg wjWvi Rbve এস এম মাহমুদুজ্জামান, b‡jR g¨v‡bR‡g›U Uxgmn Ab¨vb¨ KgKZve„›`| GQvov wewfb Kgkvjv, †mwgbvi I wgwUs G mwµq AskMnY I civgk c`vb K‡i‡Qb *পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর* gnvcwiPvjK (AwZwi³ mwPe Rbve ‡gvt Awgbj Bmjvg) *সিডিআরসি*'i cwiPvjK I *এমফোরসি'র* cKí cwiPvjK| mK‡ji mn‡hwMZvi Rb¨ Zv‡`i cwZ KZÁZv Ávcb KiwQ|



(ড. মোঃ আব্দুর রশিদ)

# মুখবন্ধ
## টীম লিডার

এস এম মাহমুদুজ্জামান
টীম লিডার
মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)

সময়ের সাথে সাথে নদীভাঙ্গন এবং বন্যাবাহিত পলি ও বালু জমা হয়ে সৃষ্ট ভূখন্ডগুলোই প্রকৃতপক্ষে এক একটি চর। *মেকিং মার্কেটস ওর্য়াক ফর দি যমুনা, পদ্মা এন্ড তিস্তা চরস (এমফোরসি)* প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্ম এলাকার দশটি জেলার চরে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক পরিবারের বিশ লক্ষাধিক মানুষের বসবাস। *সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (এসডিসি)* এবং বাংলাদেশ সরকারের *স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের* অর্থায়নে *পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া* এবং *সুইসকন্ট্যাক্ট বাংলাদেশ এমফোরসি* প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। কৃষিকাজ চরাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকার প্রধান উৎস এবং বার্ষিক আয়ের সিংহভাগেরই (৫০-৬০%) উৎস হচ্ছে কৃষি। চর এলাকাসমূহ ভৌগলিকভাবে ঝুকিপূর্ণ এবং মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উর্বর পলি মাটির কারণে চরাঞ্চলের জমি বিশেষ কিছু ফসল, যেমন: ভূট্টা, মরিচ, পাট, পিঁয়াজ, বাদাম, সরিষা, ধান প্রভৃতি চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

যথেষ্ট ব্যবসায়িক সম্ভাবনা থাকা সত্বেও মানস¤পন্ন কৃষি উপকরণ এবং চাষাবাদ সংক্রান্ত তথ্য ও জ্ঞানের অভাব এবং বাজার সংযোগের অভাবের কারণে চরাঞ্চলের দরিদ্র পরিবার গুলো কৃষিকাজ থেকে কাঙ্খিত মাত্রায় লাভবান হতে পারছে না। ২০১৩ সালের মে মাস থেকে *এমফোরসি* প্রকল্প মানস¤পন্ন কৃষি উপকরণ (বীজ, সার, বালাইনাশক) উৎপাদনকারী ও বিপননকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে চরাঞ্চলে বিদ্যমান কৃষি উপকরণের ব্যবসায়িক সম্ভাবনার বিষয়ে অবহিত করেছে এবং সফলভাবে *এসিআই ক্রপ কেয়ার, অটো ক্রপ কেয়ার, নাফকো, পেট্রোকেম* এবং *এসিআই গোদরেজ*-এই পাঁচটি কোম্পানীর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চরের বাজারে কাজ করছে। বিপুল সম্ভাবনাময় চরাঞ্চলের কৃষি উপকরণের বাজারকে লক্ষ্য করে এই কোম্পানীগুলো তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং প্রতিটি কো¤পানীই চরের বাজারের জন্য বরাদ্দকৃত লক্ষ্যমাত্রা পূরণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। চরাঞ্চলে কৃষি উপকণের সম্ভাবনা প্রকাশনাটিতে "প্রকাশনাটি যেভাবে ব্যবহার করবেন" শিরোনামে একটি সেকশন যুক্ত করা হয়েছে, এটি অনুসরণ করলে সহজেই প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে।

বইটি সংকলনে কোন ভুল ভ্রান্তি ও মুদ্রণ প্রমাদ থাকা অস্বাভাবিক নয়, সেক্ষেত্রে সংশিষ্ট সবার মতামত ও পরামর্শ পরবর্তীতে বইটির উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করবে।

পরিশেষে, চরাঞ্চলে কৃষি উপকণের সম্ভাবনা বইটি প্রকাশের সাথে সংশিষ্ট সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি *লাইটক্যাসেল পার্টনার্স*কে প্রয়োজনীয় তথ্য সঠিকভাবে সন্নিবেশ ও উপস্থাপনায় সহযোগিতা করার জন্য।

(এস এম মাহমুদুজ্জামান)

## সার সংক্ষেপ

চর হলো mg‡qi mv‡_ mv‡_ fv½b Ges eb¨vewnZ cwj I evj Rgv n‡q m„ó নদী মধ্যবর্তী fLÛ¸wj যা মৌসুমে অথবা সারা বছরই মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। এই চর এলাকাগুলো মূলতঃ দেশের তিনটি প্রধান নদী- যমুনা, পদ্মা ও তিস্তার হাইড্রোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্যের কারণে তৈরী হয় এবং সচরাচর ২০-৩০ বছরের মতো অবস্থান করে। PivÂ‡ji cwj mg„× Dei Rwg এবং বিনিয়োগের অভাবে প্রচুর পরিমাণে পতিত জমি পড়ে থাকার কারণে এই এলাকাগুলো বাংলাদেশের বিশিষ্ট উৎপাদন এলাকা হিসেবে সম্ভাবনাময়। এই পড়ে থাকা জমিগুলোকে চাষের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব। সাত বছর মেয়াদী *এমফোরসি* প্রক‡ল্পi বাস্তবায়নের থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে PivÂ‡j Kwl DcKi‡Yi m¤¢vebv welqK eBwU‡Z MvBevÜv, wmivRMÄ I KwoMvg †Rjvi Pi Kw„l DcKi‡Yi evRvi সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চরে বসবাসরত মানুষদের মূল জীবিকার উৎস কৃষিকাজ। চরবাসিন্দাদের বার্ষিক আয়ের ৫০-৬০ শতাংশই আসে এই কৃষিকাজ থেকে। কৃষিকাজের মূল তিনটি মৌসুম হলো- রবি, খরিফ ১ এবং খরিফ ২। উপরোল্লোখিত জেলাগুলোর চর এলাকায় ২৫৭,৮৪৭ টি পরিবারই কৃষিকাজের সাথে জড়িত। আয়তনের দিক দিয়ে বিচার করলে, কুড়িগ্রাম জেলায় সবচেয়ে বেশি কৃষি Rwg রয়েছে (১০৯,৯২৪ একর), এরপরে রয়েছে সিরাজগঞ্জ (এখানে চর এলাকার কৃষি Rwgর সামগ্রিক আয়তন ৭৭,৮৮১ একর)। এর পরবর্তী অবস্থানেই আছে গাইবান্ধার চরগুলো (৪৮,৪৩৭ একর কৃষি Rwg)। এই চর এলাকাগুলোতে ধান, ভূট্টা, gwiP, cvU, বাদাম, পিঁয়াজ থেকে শুরু করে মিষ্টিকুমড়া, লাউ, সরিষা বিভিন্ন ধরণের বৈচিত্র্যপূর্ণ ফসল চাষ হয়ে থাকে এবং গবাদিপশু পালন করা হয়ে থাকে। চর এলাকায় সবচেয়ে বেশি চাষ করা হয় পাট (৮৮,০০০ একর জুড়ে এ ফসলের চাষ)। চাষের দিক থেকে এর পরবর্তী অবস্থানে আছে বোরো ধান (৬০,০০০ একর জুড়ে এই ফসলের চাষ)।

এগ্রো-ইনপুট কোম্পানিগুলোর দৃষ্টিতে চর এলাকাগুলো ছিলো বিনিয়োগের জন্য অনাকর্ষণীয় এবং অনুপযোগী, যে কারণে চর এগ্রো-ইনপুট মার্কেট নিম্নমানের ও নকল ইনপুটে সয়লাব হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু চর এলাকায় *এমফোরসি'*র কার্যক্রমের সূচনার সাথে সাথে, স্বনামধন্য এগ্রো-ইনপুট কোম্পানিগুলো চর মার্কেটকে তাদের মূল ব্যবসায়ের এলাকার আওতায় নিয়ে আসে। *এমফোরসি'*র পার্টনার কোম্পানিগুলো থেকে প্রাপ্ত বিক্রয় তথ্য থেকে দেখা যায়, চর এলাকায় মার্কেট সাইজই শুধু বাড়েনি, একইসাথে বেড়েছে উন্নতমানের এগ্রো-ইনপুটের মার্কেট শেয়ারও। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চর এলাকায় ২৩ কোটি টাকার এগ্রো-ইনপুট বিক্রি হয়েছে।

চর এলাকায় কৃষি উৎপাদনের বর্তমান গতিপ্রকৃতির প্রেক্ষিতে বলা যায়, এগ্রো-ইনপুট কোম্পানিগুলোর জন্য চর এলাকার মার্কেটের সম্ভাবনা এখন আরও বেশি এবং তারা এই সম্ভাবনার সদ্বব্যবহার করে তাদের ব্যবসায় এবং মার্কেটকে প্রmvi/বিস্তার NU‡Z পারে। এই মার্কেটে বিস্তার করার জন্য কোম্পানিগুলোকে মার্কেট বিষয়ক তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার এবং যথাযথ Kg‡KŠkj অবলম্বন করতে হবে। একইসাথে, *চরস ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (সিডিআরসি)* চর এলাকার জন্য সরকারী ও বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সহযোগিতাপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

## প্রকাশনাটি যেভাবে ব্যবহার করবেন

"চরাঞ্চলে কৃষি উপকরণের সম্ভাবনা" শীর্ষক প্রকাশনাটিতে গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম জেলার চরের কৃষি উপকরণের বাজার সম্ভাবনার প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ, যেমন: জেলার মোট চরের সংখ্যা, বসবাসরত পরিবারের সংখ্যা, কৃষিকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবারের সংখ্যা, প্রধান ফসল/শস্য, শস্যবিন্যাস, ফসল/শস্য অনুযায়ী একরেজ, প্রধান প্রধান হাটবাজারের নাম ও অবস্থান এবং পরিবেশক ও খুচরা বিক্রেতার সংখ্যা প্রভৃতি তথ্যসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রকাশনা চরাঞ্চলে কৃষি উপকরণের ব্যবসা (বীজ, সার, বালাইনাশক ইত্যাদি) প্রসারে আগ্রহী কোম্পানীসমূহকে চরের বাজার সম্ভাবনার বিষয়ে তথ্য পেতে সহায়তা করবে। এসকল তথ্যের উপর নির্ভর করে আগ্রহী কোম্পানীসমূহ চরের বাজারে ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে চাইলে কি পরিমাণ বাড়তি বিনিয়োগ অথবা খরচ প্রয়োজন সেটার যেমন প্রাক্কলন করতে পারবে এবং আবশ্যকিভাবে তাদের পণ্য বিক্রয়লব্ধ মুনাফার পরিমাণ কতটুকু হতে পারে সেটার ব্যাপারেও একটা পরিস্কার ধারনা পাবে।

- প্রকাশনায় সন্নিবেশিত তথ্য ও উপাত্ত *এমফোরসি* প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত।

- কৃষি উপকরণ বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্যাদি(মোট বিক্রয়, একর প্রতি বিক্রয়) *এমফোরসি* প্রকল্পের পার্টনার এগ্রো ইনপুট কোম্পানীসমূহের (*অটো ক্রপ কেয়ার, এ সি আই ক্রপ কেয়ার, নাফকো, পেট্রোকেম এবং এ সি আই গোদরেজ*) ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বিক্রয়ের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল।

- আলোচিত জেলাসমূহের মধ্যে *এমফোরসি* প্রকল্পের কর্মএলাকার অন্তভুর্ক্ত উপজেলাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ হাট/বাজার সমূহের হাটবারের যে দিন/দিনসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো এই প্রকাশনা প্রকাশ পর্যন্ত সময়কালের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী হালনাগাদকৃত।

উক্ত প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রশ্ন বা অনুসন্ধান সবিনয় কাম্য। info.m4c@swisscontact.org এই ঠিকানায় ইমেইল করে বা *এমফোরসি* প্রকল্পের পরিচালকের দপ্তর (ফ্যাকাল্টি ভবন- ২, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া) বা প্রজেক্ট অফিস (পঞ্চম তলা, সি আই ডাব্লিউ এম ভবন, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া) ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হলো।

## শব্দ সংক্ষেপ

সি ডি আর সি – চরস ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার

সি এল পি – চরস লাইভলিহুড প্রোগ্রাম (চর জীবিকায়ন কর্মসূচি)

ডি এফ আই ডি – ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট

ডি এ ই – ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)

ডি এল এস – ডিপার্টমেন্ট অফ লাইভস্টক সার্ভিসেস (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর)

এম ফোর সি – মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি যমুনা, পদ্মা এন্ড তিস্তা চরস

এন জি ও – নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন

আর ডি এ – রুরাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমি (পল্লী উন্নয়ন একাডেমী)

এস ডি সি – সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন

# সূচীপত্র


মুখবন্ধ

cKí cwiPvjK, এমফোরসি ..... i

টীম লিডার, এমফোরসি ..... ii

সার সংক্ষেপ ..... iii

প্রকাশনাটি যেভাবে ব্যবহার করবেন ..... iv

শব্দ সংক্ষেপ ..... v

১. চর মার্কেটের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ..... ১

১.১ চর মার্কেটের চিত্র ..... ১

১.২ চর মার্কেটের সম্ভাবনা ..... ৩

১.৩ এগ্রো-ইনপুট বিক্রয় ..... ৭

২. কুড়িগ্রামের চরাঞ্চলে কৃষি উপকরণের বাজার সম্ভাবনা ..... ৯

২.১ এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ ..... ৯

২.২ ফসলের ভিত্তিতে জমির পরিমাণ ..... ১০

২.৩ কুড়িগ্রামের উপজেলাসমূহ ..... ১১

২.৩.১ ভুরুঙ্গামারী ..... ১১

২.৩.২ চিলমারী ..... ১৫

২.৩.৩ কুড়িগ্রাম সদর ..... ১৭

২.৩.৪ নাগেশ্বরী ..... ২১

২.৩.৫ উলিপুর ..... ২৪

৩. গাইবান্ধার চরাঞ্চলে কৃষি উপকরণের বাজার সম্ভাবনা ..... ২৭

৩.১ এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ ..... ২৮

৩.২ ফসলের ভিত্তিতে জমির পরিমাণ ..... ২৯

৩.৩ গাইবান্ধার উপজেলাসমূহ ..... ৩০

৩.৩.১ ফুলছড়ি ..... ৩০

৩.৩.২ সাঘাটা ..... ৩৪

৩.৩.৩ সুন্দরগঞ্জ ..... ৩৮

৪. সিরাজগ‡ঞ্জi চরাঞ্চলে কৃষি উপকরণের বাজার সম্ভাবনা ..... ৪১

৪.১ এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ ..... ৪২

৪.২ ফসলের ভিত্তিতে জমির পরিমাণ ..... ৪৩

৪.৩ সিরাজগঞ্জের উপজেলাসমূহ ..... ৪৪

৪.৩.১ বেলকুচি ..... ৪৪

৪.৩.২ কাজীপুর ..... ৪৭

৪.৩.৩ সিরাজগঞ্জ সদর ..... ৫১

৫. পরিশেষ ..... ৫২

৫.১ চর মার্কেটের অপার সম্ভাবনা ..... ৫২

৫.২ এমফোরসি ও সিডিআরসি'র সহযোগিতা ..... ৫৩

৫.৩ এগ্রো-ইনপুট কোম্পানিগুলো যেভাবে চর মার্কেটে প্রবেশ করতে পারে ..... ৫৪

## মানচিত্র

চরের জনসংখ্যা এবং আয়ুষ্কাল ..... ২

## জেলা

কুড়িগ্রামের চরাঞ্চলে কৃষি উপকরণের বাজার সম্ভাবনা ..... ৬
গাইবান্ধার চরাঞ্চলে কৃষি উপকরণের বাজার সম্ভাবনা ..... ২৪
সিরাজগঞ্জের চরাঞ্চলে কৃষি উপকরণের বাজার সম্ভাবনা ..... ৩৮

## উপজেলা

ভুরুঙ্গামারী ..... ৮
চিলমারী ..... ১২
কুড়িগ্রাম সদর ..... ১৪
নাগেশ্বরী ..... ১৮
উলিপুর ..... ২১
ফুলছড়ি ..... ২৭
সাঘাটা ..... ৩১
সুন্দরগঞ্জ ..... ৩৫
বেলকুচি ..... ৪১
কাজীপুর ..... ৪৪
সিরাজগঞ্জ সদর ..... ৪৮

## বর্ণনাচিত্র

চর এলাকায় এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের তথ্য ..... ৪, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২২, ২৫, ২৭, ৩১, ৩৫, ৩৭, ৪১, ৪৫, ৪৮

চর এলাকায় প্রতি একরে এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ (জেলা/উপজেলা) ..... ৪, ৬, ২৫, ৩৯

চর এলাকায় এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ (উপজেলা) ..... ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২২, ২৭, ৩১, ৩৫, ৪১, ৪৫, ৪৮

এমফোরসি'র টার্গেট এলাকায় ফসল চাষের ভিত্তিতে জমির পরিমাণ (জেলা) ..... ৭, ২৬, ৪০

ফসল চাষের ভিত্তিতে জমির পরিমাণ (উপজেলা) ..... ১১, ১৪, ১৭, ২১, ২৪, ৩০, ৩৪, ৩৮, ৪৪, ৪৭, ৫১

## ছক

জনপ্রিয় হাট-বাজার (উপজেলা) ..... ৮, ১২, ১৫, ১৮, ২২, ২৭, ৩১, ৩৫, ৪১, ৪৫, ৪৮

চাষের প্যাটার্ণ (উপজেলা) ..... ১০, ১৩, ১৬, ২০, ২৩, ২৯, ৩৩, ৩৭, ৪৩, ৪৬, ৫০

# চর মার্কেটের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

## ১.১ চর মার্কেটের চিত্র

বাংলাদেশের তিনটি প্রধান নদী- যমুনা, পদ্মা ও তিস্তা, দেশের উত্তর-পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হিমালয় থেকে পলি জমা করে। পলিমাটি জমা হয়ে নদীর বুকে যে দ্বীপের জন্ম হয় (যা চর নামে পরিচিত) সেটি সচরাচর ২০-৩০ বছর পর্যন্ত ¯vqx n‡q _v‡K। দেশের উত্তরাঞ্চলে চরগুলোতে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক পরিবারের বিশ লক্ষাধিক মানুষের বসবাস।

### ১.১.১ চর যেভাবে তৈরী হয়

বাংলাদেশের ভূমির জন্ম হয়েছে যমুনা ও পদ্মা নদীর পলিমাটির মাধ্যমে, hv হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রবাহিত। চর এলাকাগুলো হলো বিস্তীর্ণ বালুময় এলাকা যেগুলো নদীগর্ভে দ্বীপ হিসেবে অথবা নদীর ধারে গড়ে ওঠে।

### ১.১.২ চরগুলো যেখানে অবস্থিত

বাংলাদেশের চর এলাকাগুলোকে মূলতঃ পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়- যমুনা, গঙ্গা, পদ্মা, উত্তরাঞ্চলীয় এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় মেঘনায় অবস্থিত চর। বাংলাদেশে অন্যান্য নদীভিত্তিক চরও রয়েছে; যেমন পুরোনো ব্রহ্মপুত্রভিত্তিক চর এবং তিস্তার চর। কিন্তু অন্যান্য বড় নদীর চর এলাকার তুলনায়, এই চরগুলো অনেক কম আয়তন নিয়ে বিস্তৃত। চরগুলো বাংলাদেশের ৩২ টি জেলাi ১০০ টি উপজেলায় ছড়িয়ে আছে।

### ১.১.৩ চরের জনসংখ্যা এবং আয়ুষ্কাল

*ইজিআইএস*, ২০০০ সালে, তাদের এক রিপোর্টে প্রকাশ করে যে গড়ে ৫ শতাংশ মানুষ (৬.৫ লাখ মানুষ) মাত্র ৭,২০০ বর্গকিলোমিটারের এই ছোট চর এলাকায় বসবাস করে যে এলাকাগুলো বাংলাদেশের সামগ্রিক আয়তনের ৫ শতাংশ। পলি থেকে নদীগর্ভে জন্ম নেয়া এই চরগুলো বাংলাদেশের প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের আবাসস্থল (কেলী এবং চৌধুরী, ২০০২)। ন্যাশনাল চর এলায়েন্স ২০১৭ সালে এক রিপোর্টে প্রকাশ করে যে দেশের ৩২ টি জেলার ১০০ টি উপজেলায় প্রায় ১ কোটি মানুষ চর এলাকায় বসবাস করে যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬ শতাংশ। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১০ শতাংশ চারভূমি বলে প্রতিয়মান। এর মধ্যে দেশের উত্তরাঞ্চলের চর এলাকাগুলো ১০ টি জেলার ৪০ টি উপজেলায় বিস্তৃত এবং সেখানে পাঁচ লক্ষাধিক পরিবারের বিশ লক্ষাধিক মানুষের বসবাস।

বাংলাদেশের চরগুলোকে এখানকার নদীগুলোর থেকে 'উপজাত অথবা বাই-প্রোডাক্ট' হিসেবে ধরে নেয়া যায়। *'দ্যা ইরিগেশন সাপোর্ট প্রজেক্ট ফর এশিয়া এন্ড দ্যা নিয়ার-ইস্ট'* গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, যে চর এলাকাগুলো জন্মের প্রথম চার বছরে fv½b/ ক্ষয়ের শিকার হয় না ‡mগুলো এই চার বছরের মধ্যে চাষাev` এবং বসবাসের জন্য উপযোগী nq।

এই প্রকাশনায়, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা এবং সিরাজগঞ্জ জেলায় *এমফোরসি*'র টার্গেট এলাকাগুলোতে এগ্রো-ইনপুট মার্কেটের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা Kiv n‡q‡Q।

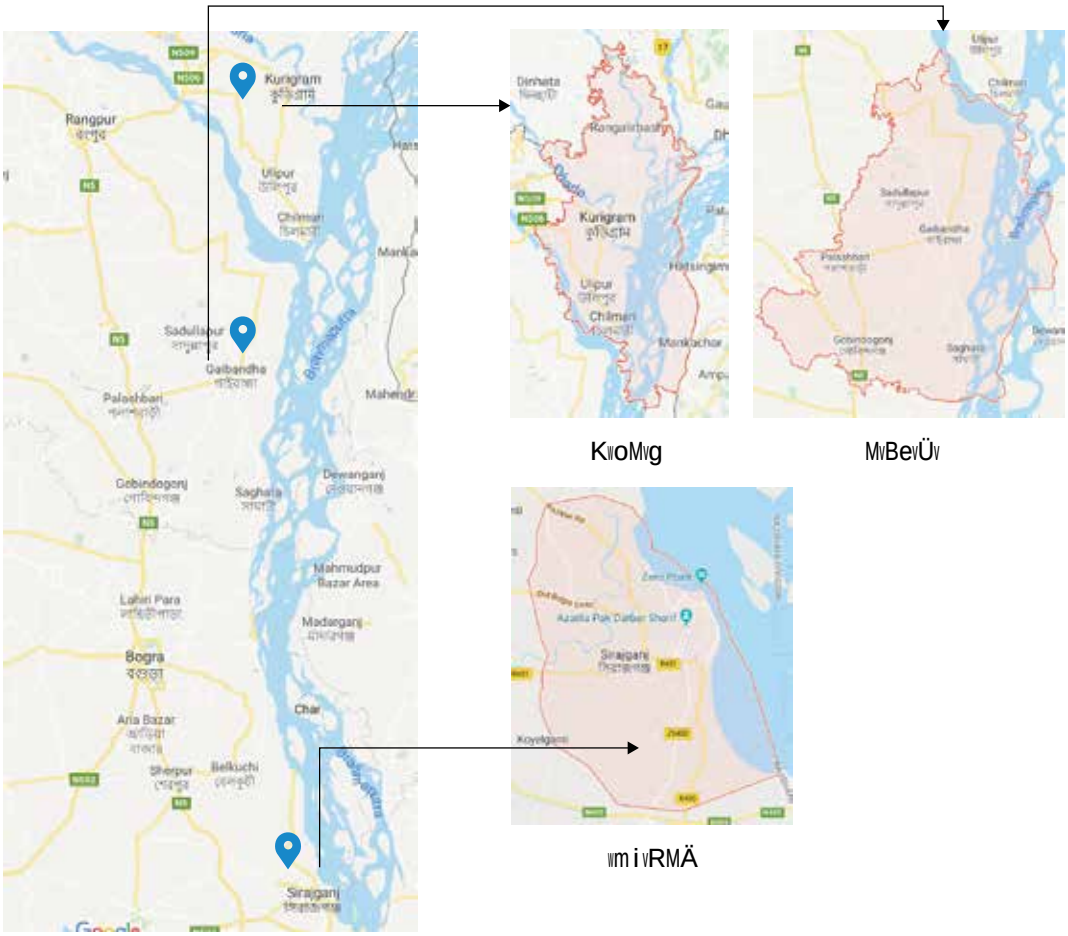

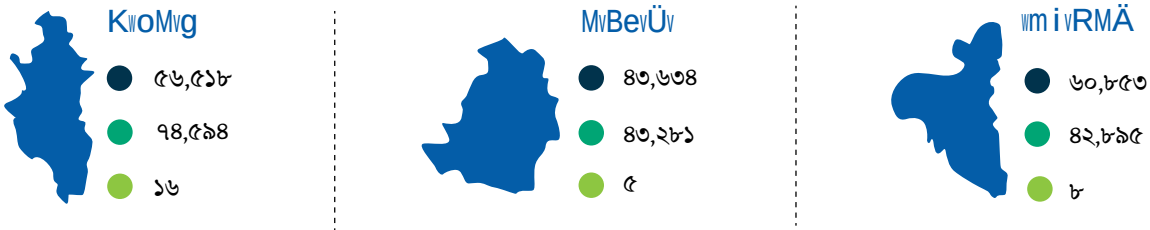

# কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রাম বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি জেলা এবং জেলাটি রংপুর বিভাগের অন্তর্গত। কুড়িগ্রাম জেলাটির উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার, পূর্বে আসাম অঙ্গরাজ্য, দক্ষিণে জামালপুর ও গাইবান্ধা এবং পশ্চিমে লালমনিরহাট, রংপুর এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ অবস্থিত। জেলাটির মোট আয়তন ২,২৪৫.০৪ বর্গকিলোমিটার। এই জেলাটির মূল নদীগুলো হলো ব্রক্ষপুত্র, ধরলা, তিস্তা এবং দুধকুমার।

## গাইবান্ধা

গাইবান্ধা রংপুর বিভাগে অবস্থিত একটি জেলা। এই জেলাটির উত্তরে কুড়িগ্রাম ও রংপুর, দক্ষিণে বগুড়া, পূর্বে জামালপুর, কুড়িগ্রাম ও ব্রহ্মপুত্র নদী এবং পশ্চিমে দিনাজপুর ও রংপুর জেলা দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আছে। এই জেলার মোট আয়তন ২,১৭৯.২৭ বর্গকিলোমিটার। গাইবান্ধা জেলাটির মূল নদীগুলো হলো ব্রহ্মপুত্র, যমুনা এবং তিস্তা।

## সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত একটি জেলা। উত্তরে বগুড়া, পূর্বে টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ, দক্ষিণে মানিকগঞ্জ ও পাবনা এবং পশ্চিমে নাটোর, পাবনা ও বগুড়া দ্বারা বেষ্টিত এই জেলার মোট আয়তন ২৪৯৮ বর্গকিলোমিটার। সিরাজগঞ্জের মূল নদীগুলো হলো যমুনা, ইছামতি ও বড়াল।

### ১.২ চর মার্কেটের সম্ভাবনা

প্রচুর পরিমাণে পতিত জমি থাকা এবং মূল ভূখন্ডের তুলনায় মাটির উর্বরতা বেশি হওয়ার কারণে চর এলাকাগুলো কৃষি উৎপাদন এলাকা হিসেবে বেশ সম্ভাবনাময়। চর এলাকার এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো সম্ভব হলে, চর এলাকায় দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাসকারী জনসংখ্যার আর্থসামাজিক উন্নয়নও সম্ভব হবে এবং তা দরিদ্রবান্ধব উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। একইসাথে, বেসরকারী কোম্পানিগুলোও উন্নতমানের এগ্রো-ইনপুট এবং DbZ কৃষি প্রhw³ বিষয়K তথ্য প্রদানের মাধ্যমে এই চর মার্কেটে তাদের ব্যবসায়ের বিস্তার করতে পারবে।

চর মার্কেট বেশকিছু অর্থনৈতিক খাতে সম্ভাবনা ধারণ করে যেমন-
ক) কৃষিকাজ (যেহেতু cwjgwUmg× উর্বর Rwg wKQ wbw`ó dm‡j i Rb¨ LeB Dc‡hvMx)
খ) গবাদিপশু পালন (যেহেতু chvß cwigvY PviYfwg Ges †iv‡Mi Drm †_‡K দূরে অবস্থিত) ।

চর এলাকাগুলোতে ধান, ভূট্টা, gwiP, cvU,বাদাম, পিঁয়াজ থেকে শুরু করে মিষ্টিকুমড়া, লাউ, সরিষাসহ বিভিন্ন ধরণের বৈচিত্র্যপূর্ণ ফসল চাষ হয়ে থাকে এবং গবাদিপশুও পালন করা হয়। *চর জীবিকায়ন প্রোগ্রামের (সিএলপি)* সূত্র থেকে জানা যায়, চর এলাকার বাসিন্দারা সচরাচর কৃষিকাজের নতুন এবং বিকল্প পন্থা খুঁজে বের করা নিয়ে আগ্রহী থাকে। এই কৃষিকাজ একইসাথে যেমন জমি ইজারা নেয়া মানুষগুলোর জন্য আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করবে, তেমন কৃষি k‡gi/gRixi চাহিদা তৈরীতেও ভূমিকা পালন করবে। শুধু তাই নয়, এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ফসলের চাষ বিভিন্ন ধরণের এগ্রো-ইনপুট (বীজ, সার, কীটনাশক) বাজারের জন্য সম্ভাবনার নতুন এক দ্বার খুলে দেবে।

## ১.৩ এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়

### এমফোরসির টার্গেট এলাকার চরের এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ এবং জমির একরের পরিমাণ

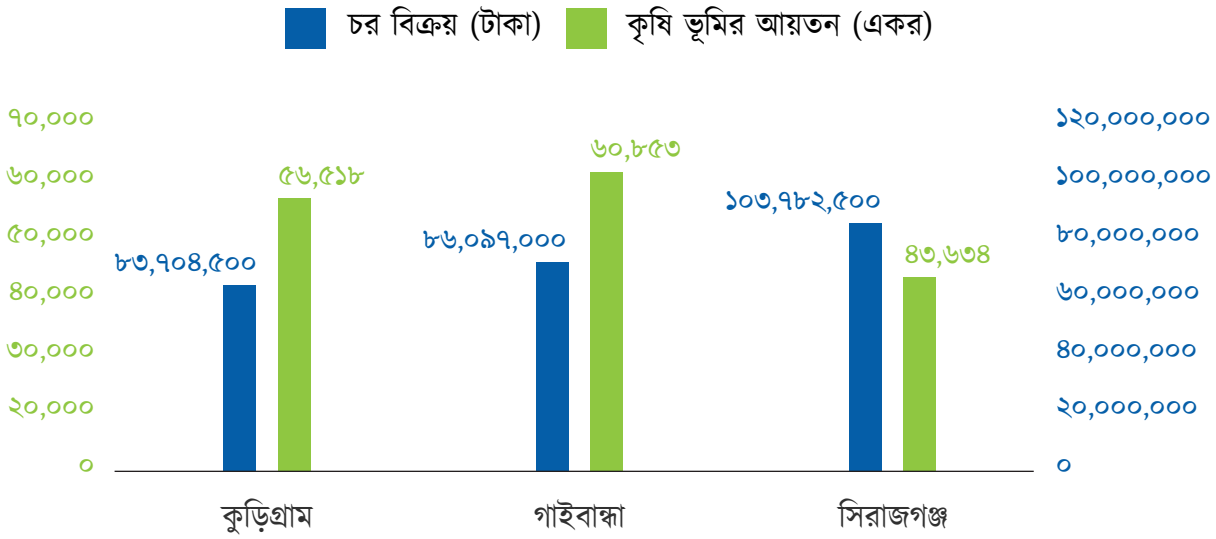


২০১৬-১৭ অর্থবছরে তিন জেলার চরের এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের সামগ্রিক পরিমাণ ছিলো ২৩০,০৫১,৫০০ টাকা (২৩ কোটি টাকা) *এমফোরসি*'র টার্গেট এলাকার মধ্যে সিরাজগঞ্জে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো সবচেয়ে বেশি (১০.৩ কোটি টাকা)। এগ্রো-ইনপুট বিক্রির দিক দিয়ে এর পরবর্তী অবস্থানেই আছে গাইবান্ধা (৮.৬ কোটি টাকা) এবং কুড়িগ্রাম (৮.৩ কোটি টাকা)। এমফোরসির টার্গেট এলাকায় কৃষি ভূমির আয়তনের দিক দিয়ে গাইবান্ধাতে সবচেয়ে বেশি একর কৃষি জমি রয়েছে (৬০, ৮৫৩ একর)। এর পরবর্তী অবস্থানেই আছে কুড়িগ্রাম (৫৬,৫১৮ একর) এবং সিরাজগঞ্জ (৪৩,৬৩৪ একর)।

### প্রতি একরে এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমান

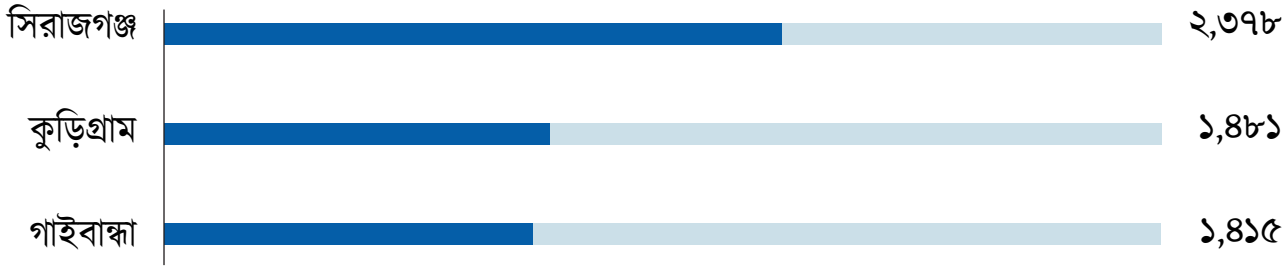


*এমফোরসির* টার্গেট এলাকায় প্রতি একরে এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণের দিক দিয়ে বিচার করলে, সিরাজগঞ্জে বিক্রয়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (প্রতি একরে বিক্রয়ের পরিমাণ ২,৩৭৮ টাকা)। এর পরবর্তী অবস্থানেই আছে কুড়িগ্রাম (প্রতি একরে বিক্রয়ের পরিমাণ ১,৪৮১ টাকা) এবং গাইবান্ধা (প্রতি একরে বিক্রয়ের পরিমাণ ১,৪১৫ টাকা)।

এই পরিসংখ্যানটি বেশ কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- প্রতি বছরে ফসলের চক্রের সংখ্যা
- জমির মান/মাটির গুণাগুণ
- কৃষকদের ব্যয়ের সক্ষমতা
- মানসম্মত এগ্রো-ইনপুটের সহজলভ্যতা
- ফসলের ধরণ, যেমন- ডাল চাষের তুলনায় ভূট্টা চাষ অনেক বেশি ইনপুট নির্ভর
- রোগের প্রাদুর্ভাব, যেটি আবহাওয়ার ধরণের মতো আরো অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল
- কৃষকের কৃষিবিষয়ক জ্ঞান এবং চর্চা, যেমন- পাট চাষে ম্যানুয়ালি বা হাতে নিড়ানোর সাথে ivmvqwbK AvMvQvনাশকের ব্যবহার

উদাহরণস্বরূপ, কিছু মূখ্য ফসল চাষের ক্ষেত্রে চর এলাকার কৃষকদের বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ দেখে আসা যাক।

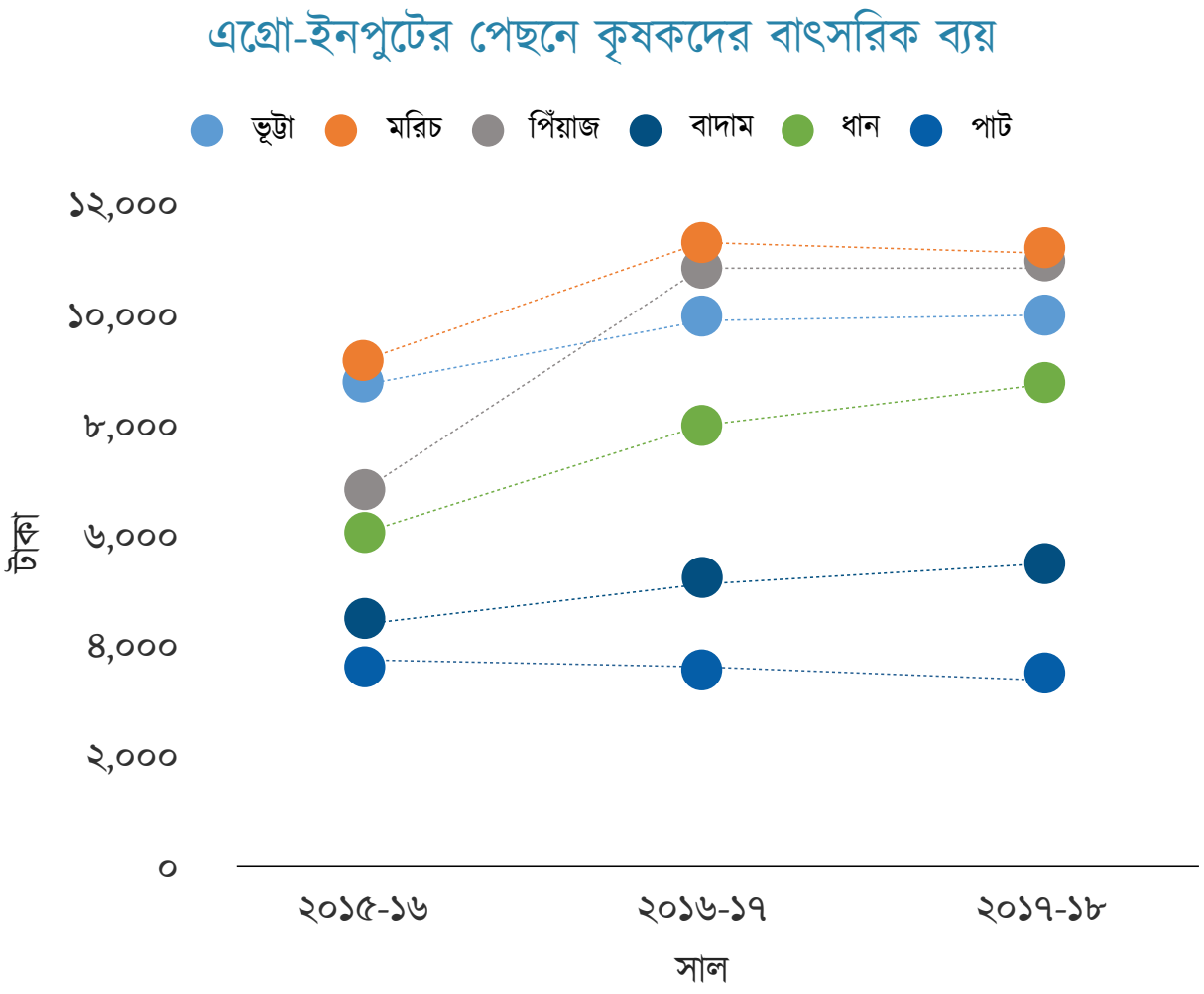


ওপরের চিত্রটিতে এগ্রো-ইনপুটের (বীজ, কীটনাশক, সার এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট) ক্ষেত্রে চর এলাকার চাষিদের প্রতি একরে গড় ব্যয়ের পরিমাণ দেখা যাচ্ছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে, সময়ের সাথে সাথে, কৃষকরা এগ্রো-ইনপুটের পেছনে আরও বেশি ব্যয় করছে। সুতরাং, তাদেরকে ক্রেতা হিসেবে লক্ষ্য করে এগ্রো-ইনপুট কোম্পানিগুলো আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে।

## ২. কুড়িগ্রামের চরাঞ্চলে কৃষি উপকরণের বাজার সম্ভাবনা

কুড়িগ্রাম একটি নদীমাতৃক জেলা, জেলার মোট ৯ টি উপজেলার মধ্যে ৫ টি উপজেলা *এমফোরসি* প্রকল্পের আওতাভুক্ত - কুড়িগ্রাম সদর, চিলমারী, ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী এবং উলিপুর। এই পাঁচটি উপজেলায় ২৯১ টি চর রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এই মার্কেটে ২০৯৪৭২ এগ্রো-ইনপুট ক্রেতা ছিলো এবং এগ্রো-ইনপুটের বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো ৮.৩ কোটি টাকা। প্রতি একরে গড় বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো ১,৪৮১ টাকা।

### ২.১ এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ

চর এলাকায় এগ্রো-ইনপুট
বিক্রয়ের পরিমাণ এবং জমির একরের পরিমাণ

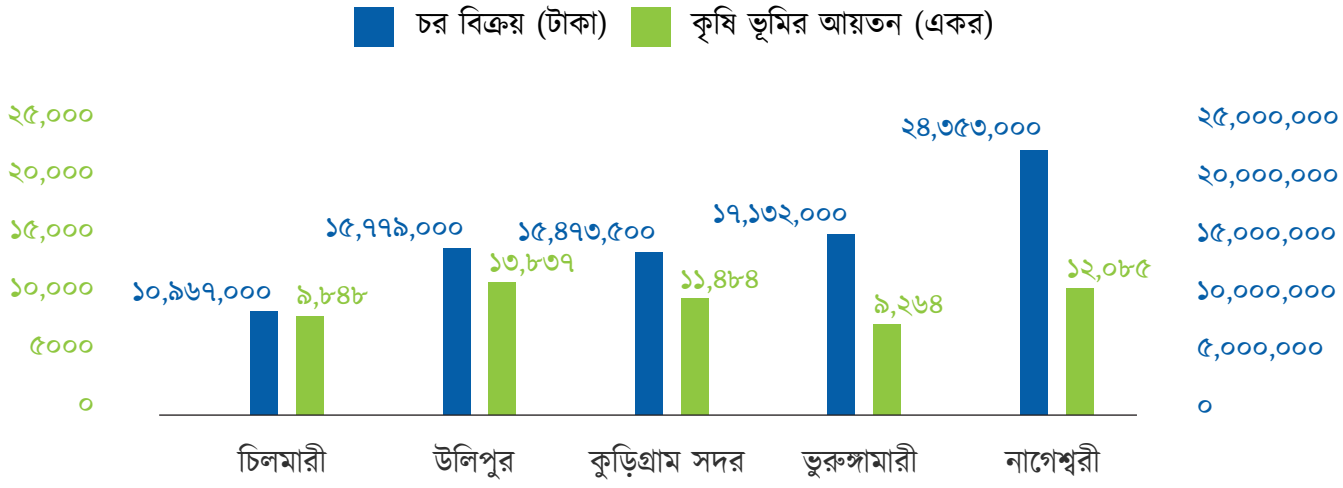


২০১৬-১৭ অর্থবছরে কুড়িগ্রাম জেলার চর এলাকায় এগ্রো-ইনপুটের বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো ৮৩,৭০৪,৫০০ টাকা (৮.৩ কোটি টাকা) এবং কৃষিভূমির সামগ্রিক আয়তন ছিলো ৫৬,৫১৮ একর। নাগেশ্বরী উপজেলায় বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো সবচেয়ে বেশি (২.৪ কোটি টাকা) এবং এই এলাকায় কৃষিভূমির আয়তন ১২,০৮৫ একর। যদিও উলিপুর উপজেলায় কৃষিভূমির আয়তন সবচেয়ে বেশি (১৩,৮৩৭ একর), এই এলাকায় বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো তুলনামূলকভাবে কম (১.৫৭ কোটি টাকা)। এই জেলায় বিক্রয়ের পরিমাণ সবচেয়ে কম ছিলো চিলমারী উপজেলাতে (১.০৯ কোটি টাকা) এবং কৃষিভূমির দিক দিয়ে চিলমারী রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে (৯.৮৪৮ একর)।

## কুড়িগ্রামের চর এলাকায় প্রতি একরে এগ্রো ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ

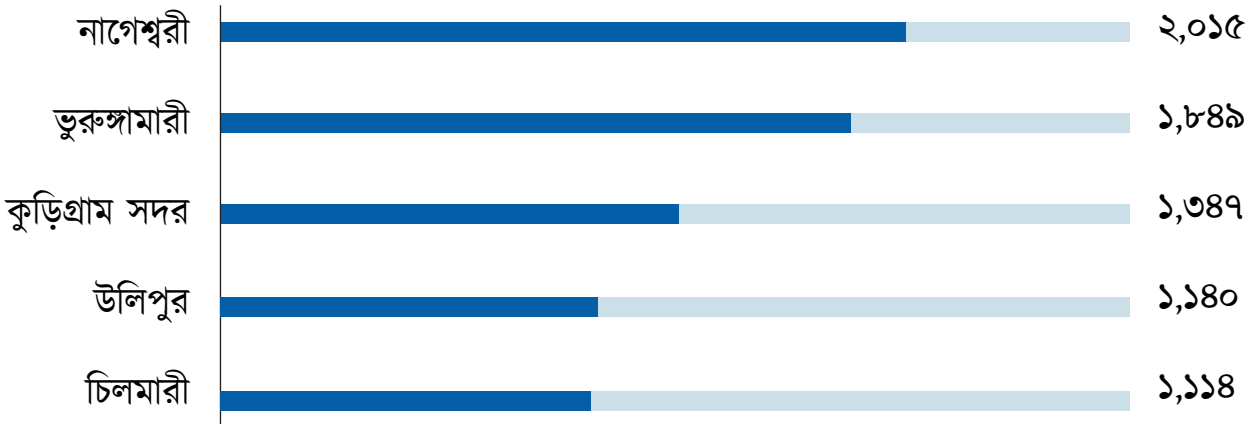


কৃষিভূমির প্রতি একরে বিক্রয়ের পরিমাণ হিসেব করলে দেখা যায়, নাগেশ্বরী উপজেলায় বিক্রয়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (প্রতি একরে ২,০১৫ টাকা), এরপরেই খুব কাছাকাছি অবস্থানে আছে ভুরুঙ্গামারী উপজেলা (প্রতি একরে ১,৮৪৯ টাকা)।

### ২.২ ফসলের ভিত্তিতে জমির পরিমাণ

## কুড়িগ্রাম জেলায় এমফোরসির টার্গেট এলাকায় ফসল চাষের ভিত্তিতে জমির একরের পরিমাণ

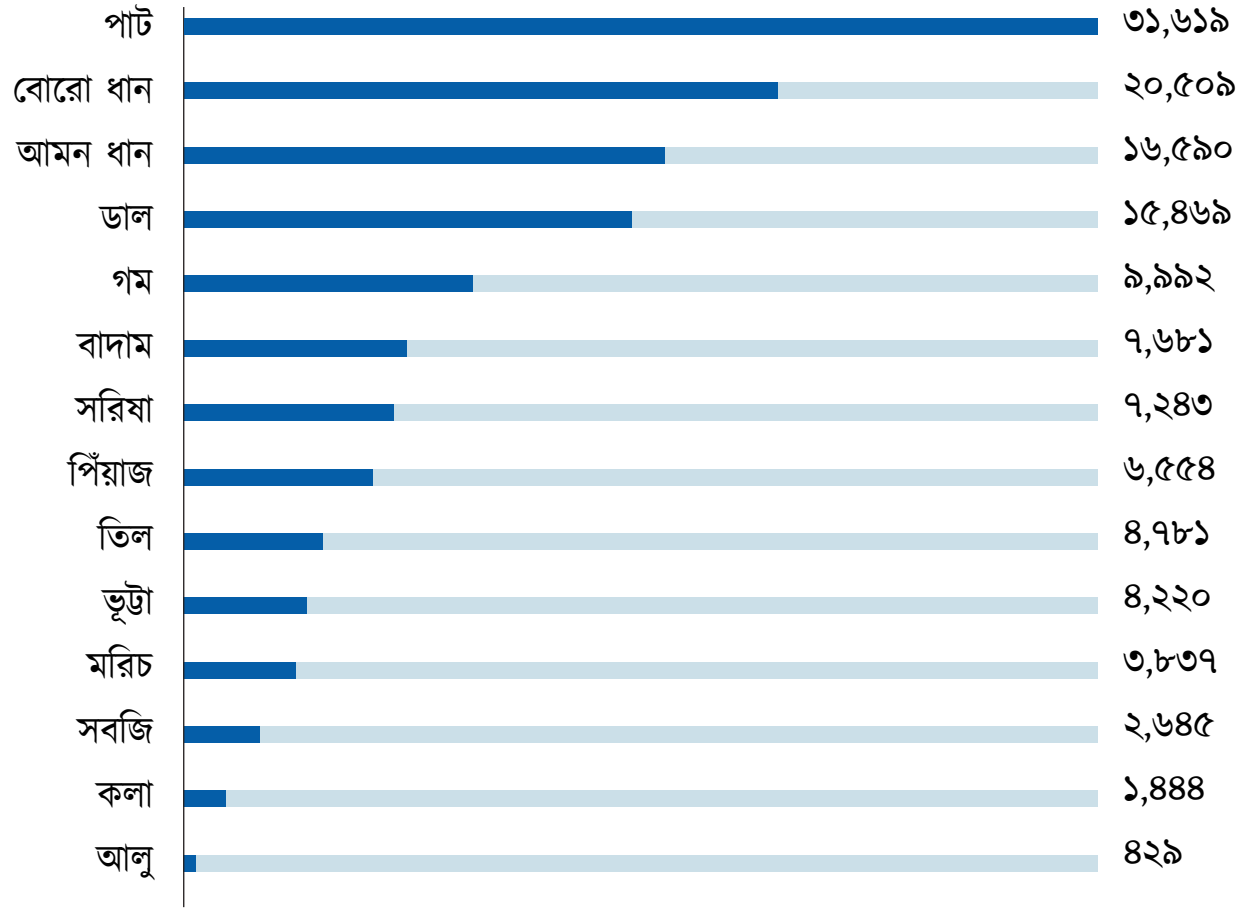

কুড়িগ্রামে *এমফোরসি*'র টার্গেট এলাকায়, বছরে ১৪ টি ভিন্ন ধরণের ফসলের চাষ হয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশি চাষ হওয়া ফসল হলো পাট, ৩১,৬১৯ একরজুড়ে পাটের চাষ হয়ে থাকে। এর পরবর্তী অবস্থানেই আছে খাদ্যশস্য বোরো ধান, এই এলাকায় ২০,৫০৯ একরজুড়ে এ ফসলটির চাষ হয়ে থাকে।

## ২.৩ কুড়িগ্রামের উপজেলাসমূহ

### ২.৩.১ ভুরুঙ্গামারী

ভুরুঙ্গামারী উপজেলার আয়তন ২৩৬.২৬ বর্গকিলোমিটার, যার ১৫.৫১ বর্গকিলোমিটার নদীভিত্তিক এলাকা। এই জেলাটির উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম, পূর্বে আসাম, দক্ষিণে নাগেশ্বরী উপজেলা এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গরাজ্যের মাঝামাঝি অবস্থিত।

রিটেইলার সংখ্যা ৯
রিটেইলার সংখ্যা ১৩
রিটেইলার সংখ্যা ৭
রিটেইলার সংখ্যা ৪

## গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজার

ভুরুঙ্গামারীর জনপ্রিয় হাট বা বাজারের দিনগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

| | i‌e | tmvg | g½j | ea | en | ïµ | kwb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রায়গঞ্জ হাট | | | ■ | | | | ■ |
| কালির হাট | | ■ | | | | ■ | |
| আন্ধারিঝার হাট | ■ | | | ■ | | | |
| ব্রিজপার হাট | | | ■ | | | | ■ |
| পাগলার হাট | ■ | | | ■ | | | |
| বঙ্গ সোনা হাট | ■ | | | ■ | | | |
| ভুরুঙ্গামারী হাট | | | ■ | | | | ■ |

## ভুরুঙ্গামারী চর এলাকায় এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ (টাকা), ২০১৬-১৭

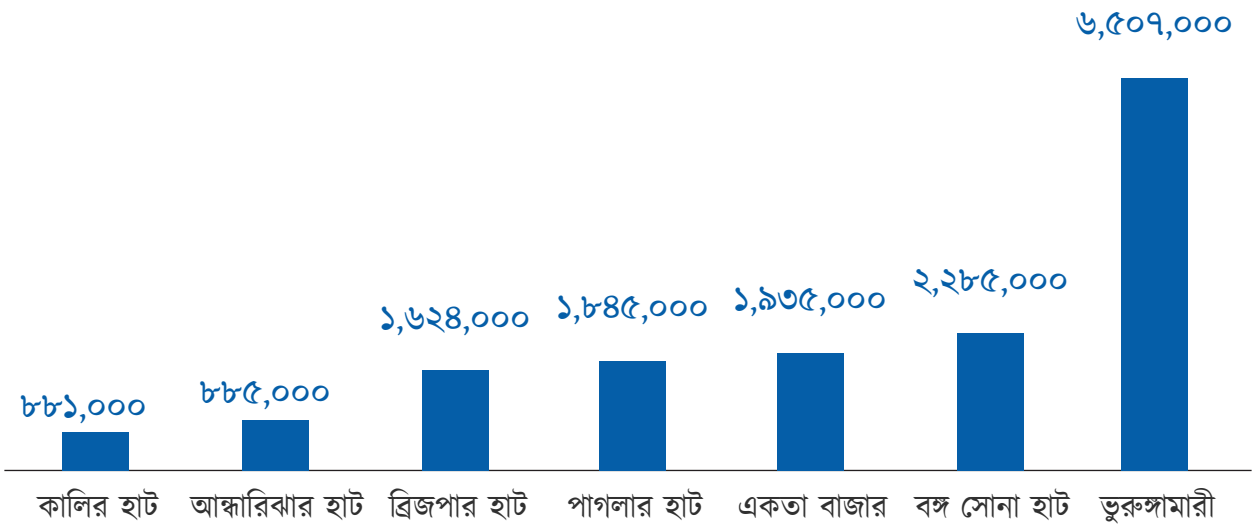


২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় চরের হাট বাজারে এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের মোট পরিমাণ ছিলো ১৭,১৩২,০০০ টাকা (১.৭ কোটি টাকা)। এর মধ্যে পাঁচটি হাট বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো উল্লেখযোগ্য- যার মধ্যে ভুরুঙ্গামারী হাটে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো সবচেয়ে বেশি (৬৫ লাখ টাকা)। বাকী চারটি উল্লেখযোগ্য হাট হলো- সোনাহাট, একতা বাজার, পাগলার হাট এবং ব্রীজপাড় হাট যেগুলোতে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো ১৬ লাখ থেকে ২২.৮ লাখ টাকার মধ্যে।

### চাষের প্যাটার্ন

ভুরুঙ্গামারীর চরে ১৭,৭৬৭ টি পরিবারের বসবাস যার মধ্যে ১৪,৩৩১ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকাজের সাথে জড়িত। অর্থাৎ এই পরিবারগুলোর মধ্যে কিছু পরিবার কৃষিকাজকে মূল আয়ের উৎস হিসেবে বেছে না নিলেও কৃষিকাজের সাথে জড়িত। ভুরুঙ্গামারীর চর এলাকার ফসল চাষের প্যাটার্ন নিচের টেবিলে তুলে ধরা হলো।

জেলা: কুড়িগ্রাম  উপজেলা: ভুরুঙ্গামারী

<table>
<tr><td colspan="3">GKi (%)</td><td>৫২%</td><td>১৯%</td><td>১৪%</td><td>৭%</td><td>৫%</td><td>৩%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">খরিফ ২</td><td>fv`</td><td rowspan="2">†m‡Þ¤i</td><td>×</td><td rowspan="4">×</td><td rowspan="3">×</td><td rowspan="4">×</td><td rowspan="2">×</td><td rowspan="2">×</td></tr>
<tr><td>Awkb</td><td rowspan="7">রোপা আমন ধান</td></tr>
<tr><td>Awkb</td><td rowspan="2">A‡±vei</td><td rowspan="7">Wvj</td><td rowspan="10">gwiP</td></tr>
<tr><td rowspan="11">রবি</td><td>KwZK</td><td rowspan="6">mwilv</td></tr>
<tr><td>KwZK</td><td rowspan="2">b‡f¤i</td><td rowspan="9">Mg</td><td rowspan="12">fÆv</td></tr>
<tr><td>অগ্রহায়ণ</td></tr>
<tr><td>অগ্রহায়ণ</td><td rowspan="2">wW‡m¤i</td></tr>
<tr><td>†cŠl</td></tr>
<tr><td>†cŠl</td><td rowspan="2">Rvbqvwi</td><td>×</td></tr>
<tr><td>gvN</td><td rowspan="9">উচ্চফলনশীল - বোরো ধান</td><td rowspan="9">উচ্চফলনশীল - বোরো ধান</td><td rowspan="9">উচ্চফলনশীল - বোরো ধান</td></tr>
<tr><td>gvN</td><td rowspan="2">†de“qvwi</td></tr>
<tr><td>ফাল্গুন</td></tr>
<tr><td>ফাল্গুন</td><td rowspan="2">gvP</td><td rowspan="2">×</td></tr>
<tr><td>ˆPÎ</td><td>×</td></tr>
<tr><td rowspan="7">খরিফ ১</td><td>ˆPÎ</td><td rowspan="2">GwcÖj</td><td rowspan="8">cvU</td><td rowspan="8">cvU</td></tr>
<tr><td>ˆekvL</td></tr>
<tr><td>ˆekvL</td><td rowspan="2">†g</td><td rowspan="6">cvU</td></tr>
<tr><td>জৈষ্ঠ্য</td></tr>
<tr><td>জৈষ্ঠ্য</td><td rowspan="2">Rb</td><td rowspan="6">×</td><td rowspan="6">×</td><td rowspan="6">×</td></tr>
<tr><td>আষাঢ়</td></tr>
<tr><td>আষাঢ়</td><td rowspan="2">RjvB</td></tr>
<tr><td rowspan="3">খরিফ ২</td><td>kveY</td></tr>
<tr><td>kveY</td><td rowspan="2">AvM÷</td><td rowspan="2">×</td><td rowspan="2">×</td><td rowspan="2">×</td></tr>
<tr><td>fv`</td></tr>
</table>

ভুরুঙ্গামারীর চর এলাকায় ৯,২৬৪ একরজুড়ে ১১ টি ভিন্ন ধরণের ফসলের চাষ হয়ে থাকে। অধিকাংশ পরিবার ‡ev‡iv ধান, পাট এবং গম চাষ করে থাকে যেগুলো যথাক্রমে ৬,৬৮৫ একর, ৫,৩৯৬ একর এবং ২,৬৮৩ একরজুড়ে চাষ হয়ে থাকে।

## ভুরুঙ্গামারী চর এলাকায় ফসল চাষের ভিত্তিতে জমির একরের পরিমাণ

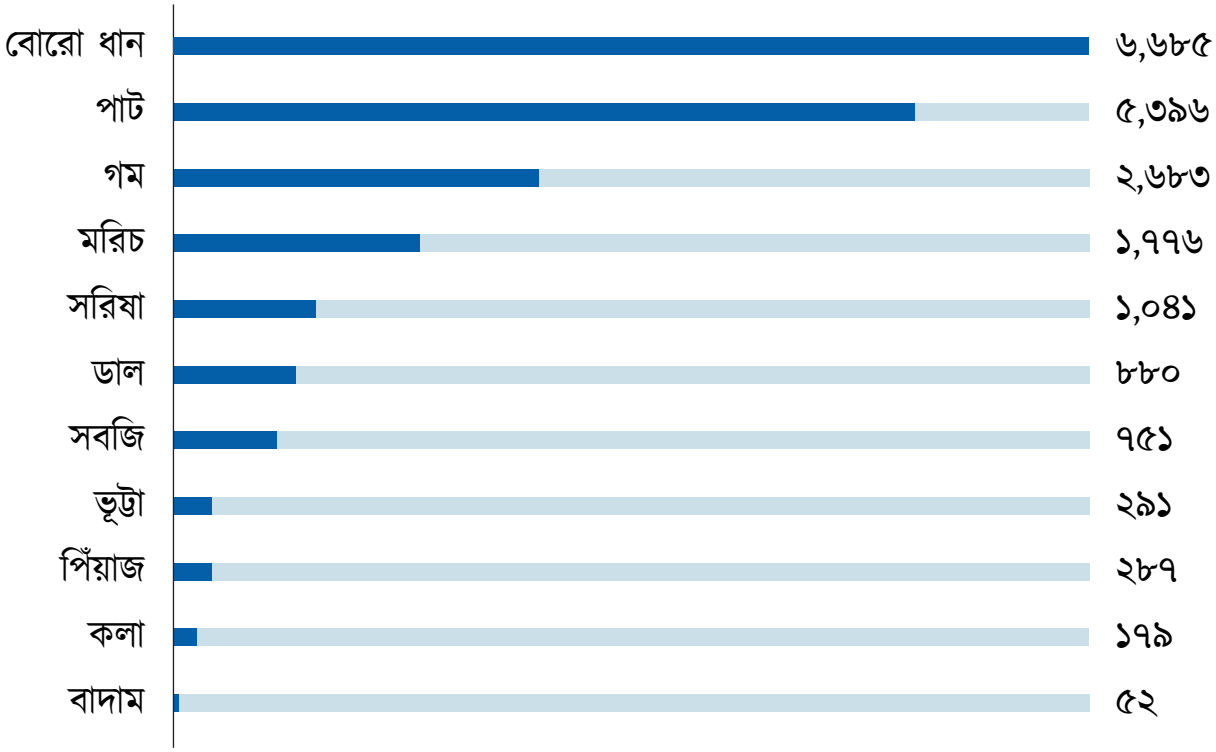

## ২.৩.২ চিলমারী

জনসংখ্যার বিচারে চিলমারী কুড়িগ্রামের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম উপজেলা। এই উপজেলার আয়তন ২২৪.৯৬ বর্গকিলোমিটার, যার ৩৭.৫৩ বর্গকিলোমিটার নদীভিত্তিক এলাকা। উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উলিপুর উপজেলা, পূর্বে রৌমারী ও চর রাজীবপুর উপজেলা, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে উলিপুর ও গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই উপজেলার অবস্থান।

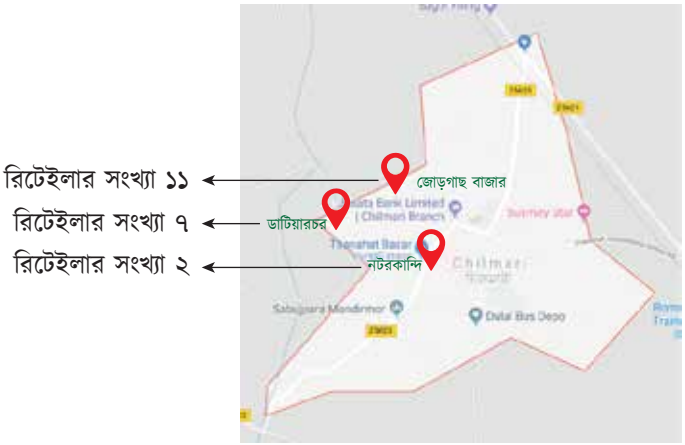


## গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজার

চিলমারীর জনপ্রিয় হাট বা বাজারের দিনগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

| | i‖e | †m‖g | g½j | ea | en | ï µ | k‖b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জোড়গাছ বাজার | | | | | | | |

### চিলমারী চর এলাকায় এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ (টাকা), ২০১৬-১৭

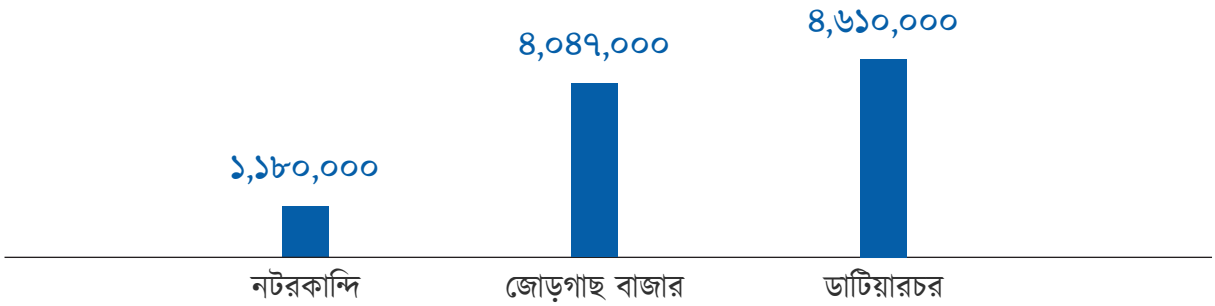


২০১৬-১৭ অর্থবছরে চিলমারী উপজেলায়, চর হাট-বাজারে এগ্রো-ইনপুটের সামগ্রিক বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো ১ কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে দু'টি হাট/বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য- ডাটিয়ারচর হাটে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো ৪৬ লাখ টাকা এবং জোড়গাছ বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো ৪০ লাখ টাকা। নটরকান্দিতে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো তুলনামূলকভাবে কম ১২ লাখ টাকা।

## চাষের প্যাটার্ন

চিলমারীর চর এলাকায় মোট ১৩,৯৮৮ টি পরিবারে বসবাস যার মধ্যে ৯,৩৮৮ টি পরিবার কৃষিকাজের সাথে জড়িত। চিলমারী উপজেলার চর এলাকায় ফসল চাষের প্যাটার্ন নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

জেলা: কুড়িগ্রাম উপজেলা: চিলমারী

| GKi (%) | | | ৪৭% | ১৫% | ১৫% | ৯% | ৮% | ৬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খরিফ ২ | fv` / Awkb | †m‡Þ¤i | × | × | বাদাম | × | | × |
| | Awkb / KvwZK | A‡±vei | | | | | রোপা আমন ধান | |
| রবি | KvwZK / অগ্রহায়ণ | b‡f¤i | রোপা আমন ধান | | | | | |
| | অগ্রহায়ণ / †cŠl | wW‡m¤i | | | | mwilv | | fyÆv |
| | †cŠl / gvN | Rvbqwi | × | Mg | | | পিঁয়াজ | |
| | gvN / ফাল্গুন | †de“qwi | | | | | | |
| | ফাল্গুন / ^PÎ | gvP | উচ্চফলনশীল - বোরো ধান | × | × | উচ্চফলনশীল - বোরো ধান | | |
| খরিফ ১ | ^PÎ / ^ekvL | Gwcj | | | | | | |
| | ^ekvL / জৈষ্ঠ্য | †g | | cvU | cvU | | cvU | cvU |
| | জৈষ্ঠ্য / আষাঢ় | Rb | | | | | | |
| খরিফ ২ | আষাঢ় / kveY | RjvB | × | | | | | |
| | kveY / fv` | AvM÷ | | × | × | × | × | × |

চিলমারী উপজেলার চর এলাকায় ২৪,৭৬৬ একর এলাকাজুড়ে ১০ টি ভিন্ন ধরণের ফসলের চাষ হয়ে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমন ধান (৬,৬৭৪ একর), তিল (৪,৪৩৫ একর) এবং পাট (৩,৮২৯ একর)।

## চিলমারী চর এলাকায় ফসল চাষের ভিত্তিতে জমির একরের পরিমাণ

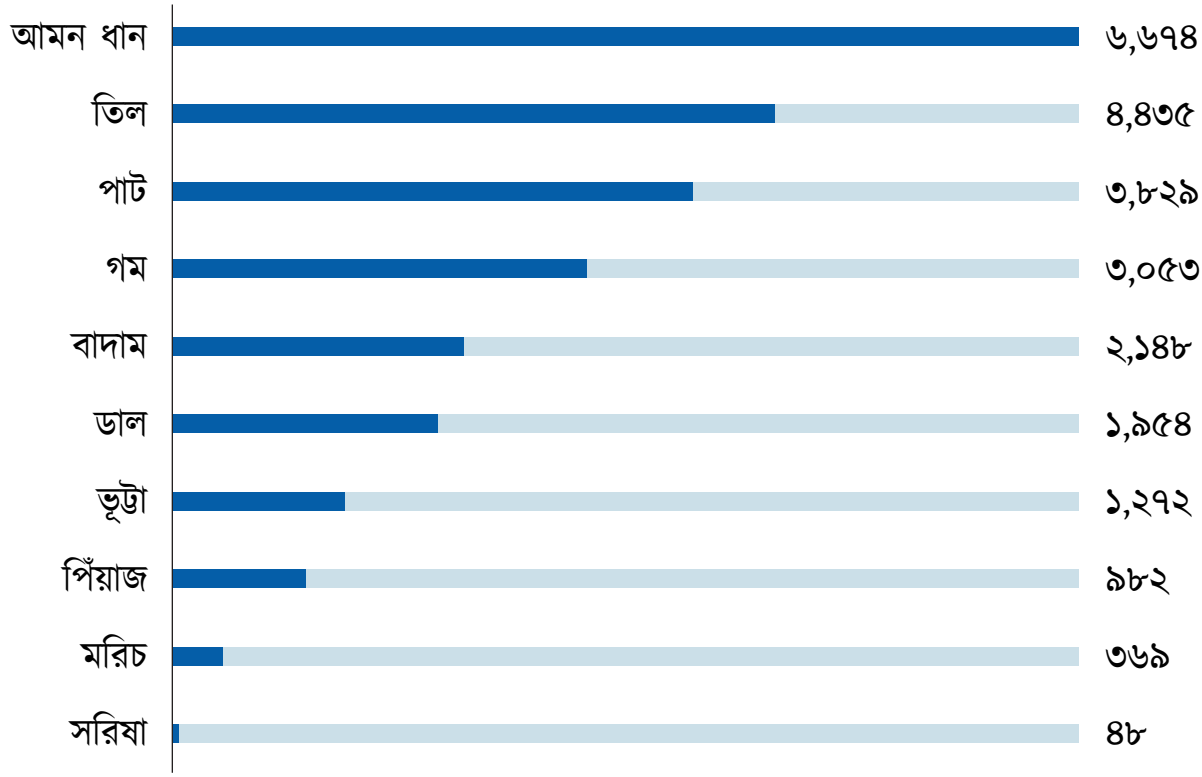


### ২.৩.৩ কুড়িগ্রাম সদর

কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার আয়তন এবং জনসংখ্যার বিচারে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। এই উপজেলার আয়তন ২৭৬.৪৩ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে নাগেশ্বরী ও ফুলবাড়ি উপজেলা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও ভারতের আসাম অঙ্গরাজ্য, দক্ষিণে উলিপুর এবং পশ্চিমে রাজারহাট ও লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলা নিয়ে এই উপজেলাটির অবস্থান।

## গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজার

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার কিছু জনপ্রিয় হাট বা বাজারের দিনগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

| | iwe | †mwg | g½j | ea | en | ï µ | kwb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কুড়িগ্রাম | | | | | ■ | | ■ |
| ঘোগাদহ | | ■ | | | ■ | | |
| যাত্রাপুর | | | ■ | | | | ■ |

### কুড়িগ্রাম সদর এলাকায় এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ (টাকা), ২০১৬-১৭

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার চর হাট-বাজারে এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের সামগ্রিক পরিমাণ ছিলো ১৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে তিনটি হাট বা বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো উল্লেখযোগ্য- যাত্রাপুরে বিক্রির পরিমাণ ছিলো ৫৬ লাখ টাকা; এর পরবর্তী অবস্থানেই আছে ঘোগাদহ (৩১ লাখ টাকা) এবং কুড়িগ্রাম (২৬ লাখ টাকা)।

## চাষের প্যাটার্ন

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার চর এলাকায় ২৯,০৪২ টি পরিবারের বসবাস, যার ১৪,৫০০ টি পরিবারই কৃষিকাজের সাথে জড়িত। কুড়িগ্রাম সদরের চাষের প্যাটার্ন নিম্নে উল্লেখ করা হলো। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার চর এলাকায় ২৯,০৪২ টি পরিবারের বসবাস, যার ১৪,৫০০ টি পরিবারই কৃষিকাজের সাথে জড়িত। কুড়িগ্রাম সদরের চাষের প্যাটার্ন নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

জেলা: কুড়িগ্রাম উপজেলা: কুড়িগ্রাম সদর

| GKi (%) | | | ৪৯% | ১৭% | ১১% | ১০% | ৯% | ৪% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খরিফ ২ | fv` | †m‡Þ¤i | × | | | | | |
| | Awkb | | | × | × | × | | × |
| | Awkb | A‡±vei | | | | | | |
| রবি | KwZK | | | | | | | |
| | KwZK | b‡f¤i | রোপা আমন ধান | | | | রোপা আমন ধান | |
| | অগ্রহায়ণ | | | mwil v | | | | আলু |
| | অগ্রহায়ণ | wW‡m¤i | | | | | | |
| | †cŠl | | | | Mg | | | |
| | †cŠl | Rvbqwi | × | | | | | |
| | gvN | | | | | | | |
| | gvN | †de“qwi | | | | | পিঁয়াজ | |
| | ফাল্গুন | | | | | | | |
| | ফাল্গুন | gvP | উচ্চফলনশীল - বোরো ধান | উচ্চফলনশীল - বোরো ধান | | | | |
| | ^P Î | | | | × | × | | |
| খরিফ ১ | ^P Î | Gwcj | | | | | | fÆv |
| | ^ekvL | | | | | | | |
| | ^ekvL | †g | | | | | | |
| | জৈষ্ঠ্য | | | | cvU | cvU | cvU | |
| | জৈষ্ঠ্য | Rb | | | | | | |
| | আষাঢ় | | | | | | | |
| | আষাঢ় | RjvB | × | × | | | | × |
| খরিফ ২ | kveY | | | | | | | |
| | kveY | AvM÷ | | | × | × | × | |
| | fv` | | | | | | | |

কুড়িগ্রাম সদর চরের ২৩,৬০৩ একর জমিতে প্রায় ১৩ টি বিভিন্ন ধরণের ফসলের চাষ হয়ে থাকে। এর মধ্যে বোরো ধান সবচেয়ে বেশি এলাকাজুড়ে চাষ হয় (৪,৪৭০ একরজুড়ে); এর পরেই আছে পাট (৩,৯৩৮ একরজুড়ে) এবং ডাল (৩,৬৮৮ একরজুড়ে)।

## কুড়িগ্রাম সদর চর এলাকায় ফসল চাষের ভিত্তিতে জমির একরের পরিমাণ

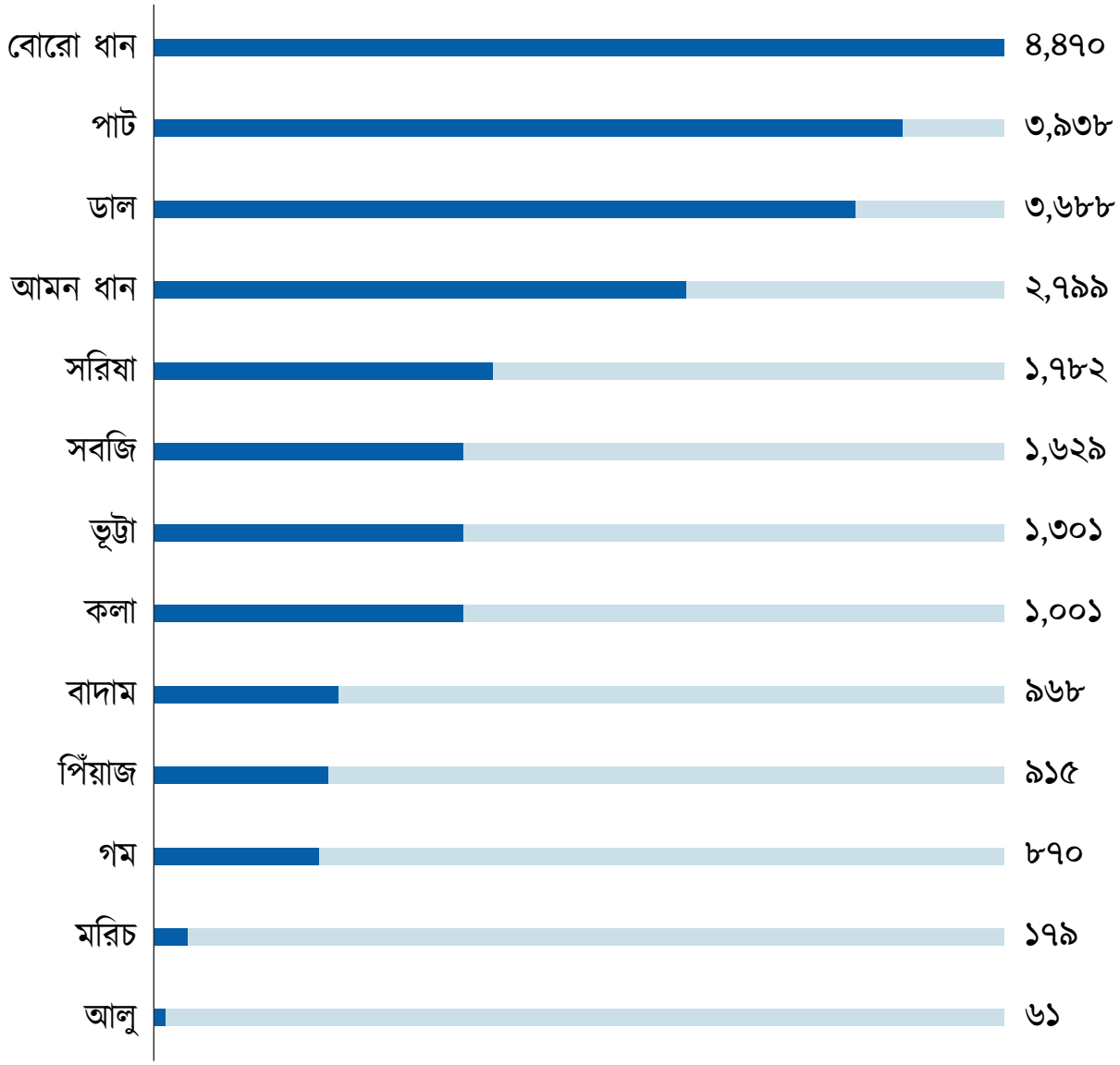

### ২.৩.৪ নাগেশ্বরী

আয়তন ও জনসংখ্যার বিচারে, নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজেলা। এর আয়তন ৪১৭.৫৬ বর্গকিলোমিটার যার ২৬.৫৩ বর্গকিলোমিটার নদীভিত্তিক এলাকা। উত্তরে ভুরুঙ্গামারী, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ ও আসাম, দক্ষিণে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে ফুলবাড়ী উপজেলা ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে এই উপজেলাটির অবস্থান।

## গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজার

নাগেশ্বরীতে জনপ্রিয় হাট/বাজারের দিনগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

| | iwe | †mvg | g½j | ea | en | ïµ | kwb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মাদারগঞ্জ | ■ | | | ■ | | | |
| গাবতলা | | ■ | | | | | ■ |
| কোচাকাটা | ■ | | | ■ | | | |

## নাগেশ্বরী চর এলাকায় এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ (টাকা), ২০১৬-১৭

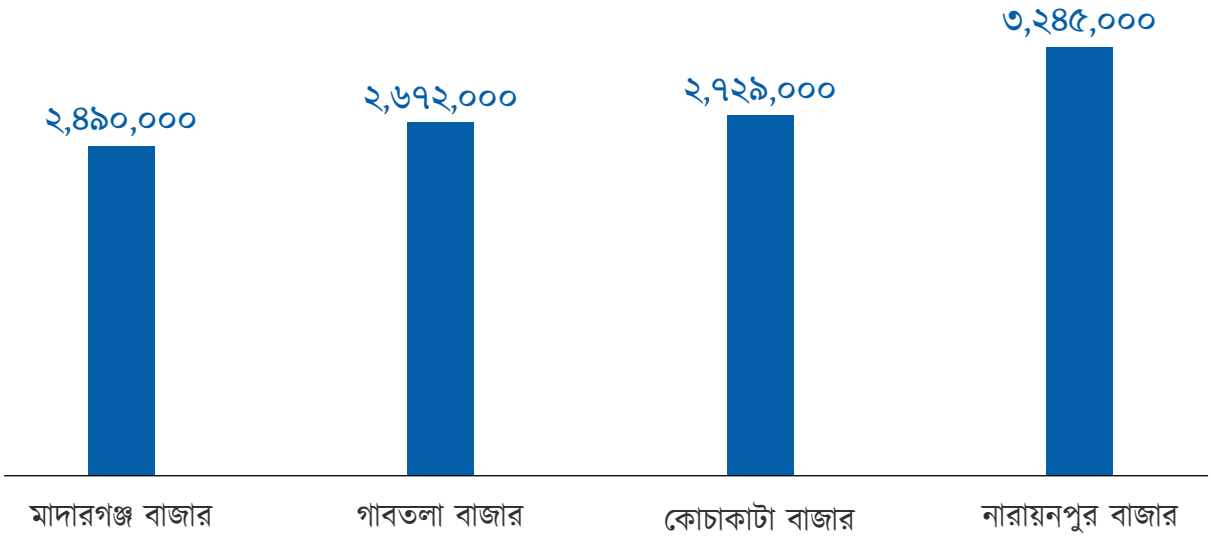

২০১৬-১৭ অর্থবছরে নাগেশ্বরী উপজেলার চর হাট বাজারে এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের সামগ্রিক পরিমাণ ছিলো ২.৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৪ টি হাট/বাজার উল্লেখযোগ্য- নারায়ণপুরে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো সবচেয়ে বেশি (৩২ লাখ টাকা), এর পরবর্তী অবস্থানেই আছে কোচাকাটা বাজার (২৭ লাখ টাকার সমপরিমাণ বিক্রয়)। বিক্রয়ের পরিমাণের দিক দিয়ে তৃতীয় অবস্থানে আছে গাবতলা বাজার (২৬ লাখ টাকা) এবং এর পরেই চতুর্থ অবস্থানে আছে মাদারগঞ্জ বাজার (২৫ লাখ টাকা)।

## চাষের প্যাটার্ন

নাগেশ্বরীর চরে বসবাসরত ১৮,৪১৭ টি পরিবারের মধ্যে ১৫,৩৫৮ টি পরিবারই কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। নাগেশ্বরী চর এলাকার চাষের প্যাটার্ন নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

জেলা: কুড়িগ্রাম উপজেলা: নাগেশ্বরী

| GKi (%) | | | ৫৫% | ১৬% | ১১% | ১০% | ৮% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খরিফ ২ | fv` | †m‡Þ¤i | × | | | | |
| | Awkb | | | × | × | × | × |
| | Awkb | A‡±vei | | | | | |
| রবি | KwZK | | | | | | |
| | KwZK | b‡f¤i | রোপা আমন ধান | | | ডাল | |
| | অগ্রহায়ণ | | | mwil v | | | |
| | অগ্রহায়ণ | wW‡m¤i | | | | | |
| | †cŠl | | | | Mg | | |
| | †cŠl | Rvbqwi | × | | | | |
| | gvN | | | | | | fÆv |
| | gvN | †de“qwi | | | | | |
| | ফাল্গুন | | | | | | |
| | ফাল্গুন | gvP | উচ্চফলনশীল - বোরো ধান | উচ্চফলনশীল - বোরো ধান | × | উচ্চফলনশীল - বোরো ধান | |
| | ^PÎ | | | | | | |
| খরিফ ১ | ^PÎ | Gwcj | | | | | |
| | ^ekvL | | | | | | |
| | ^ekvL | †g | | | | | |
| | জৈষ্ঠ্য | | | | cvU | | cvU |
| | জৈষ্ঠ্য | Rb | | | | | |
| | আষাঢ় | | | | | | |
| | আষাঢ় | RjvB | × | × | | × | |
| খরিফ ২ | kveY | | | | | | |
| | kveY | AvM÷ | | | × | | × |
| | fv` | | | | | | |

এই উপজেলার চর এলাকার ৩০,৭০৩ একর কৃষিভূমি জুড়ে ১২ টি ভিন্ন ধরণের ফসলের চাষ হয়ে থাকে। বোরো ধান সবচেয়ে বেশি এলাকাজুড়ে চাষ হয় (৮,৫৪১ একরজুড়ে), পাটের চাষ হয় ৭,৫৫৫ একরজুড়ে। এর পরবর্তী অবস্থানেই আছে ডাল (৬,৫৭১ একরজুড়ে)।

## নাগেশ্বরী চর এলাকায় ফসল চাষের ভিত্তিতে জমির একরের পরিমাণ

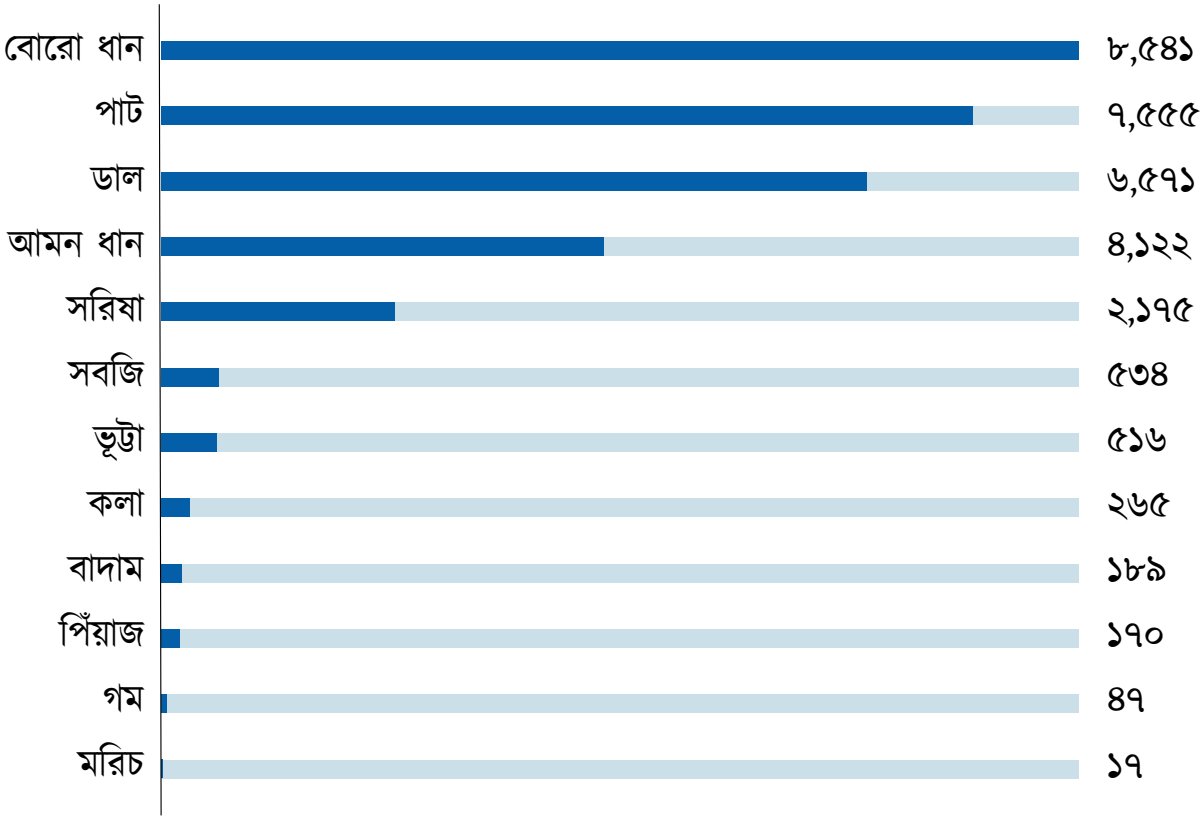


### ২.৩.৫ উলিপুর

আয়তন ও জনসংখ্যার বিচারে উলিপুর কুড়িগ্রাম জেলার বৃহত্তম উপজেলা। এর আয়তন ৪৫৮.৪৮ বর্গকিলোমিটার যার ৭৮.৭৩ বর্গকিলোমিটার নদীতীরস্থ এলাকা। এই উপজেলার উত্তরে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা ও রাজারহাট উপজেলা অবস্থিত, পূর্বেই রয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদ, ভারতের আসাম অঙ্গরাজ্য ও রৌমারী উপজেলা এবং দক্ষিণে চিলমারী উপজেলা ও গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা, উলিপুরের পশ্চিমে রংপুরের পীরগাছা উপজেলা ও গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা অবস্থিত।

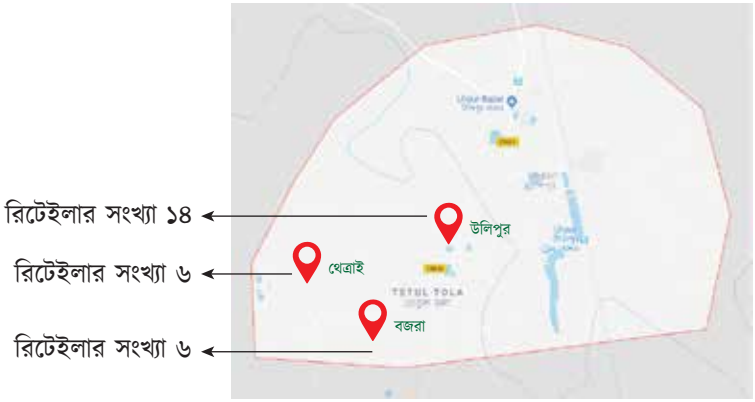

## গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজার

উলিপুরের জনপ্রিয় হাট/বাজারের দিনগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

| | iwe | †mvg | g½j | ea | en | ïµ | kwb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| থেত্রাই বাজার | | | | | | | |
| বজরা বাজার | | | | | | | |
| উলিপুর | | | | | | | |

## উলিপুর চর এলাকায় এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ (টাকা), ২০১৬-১৭

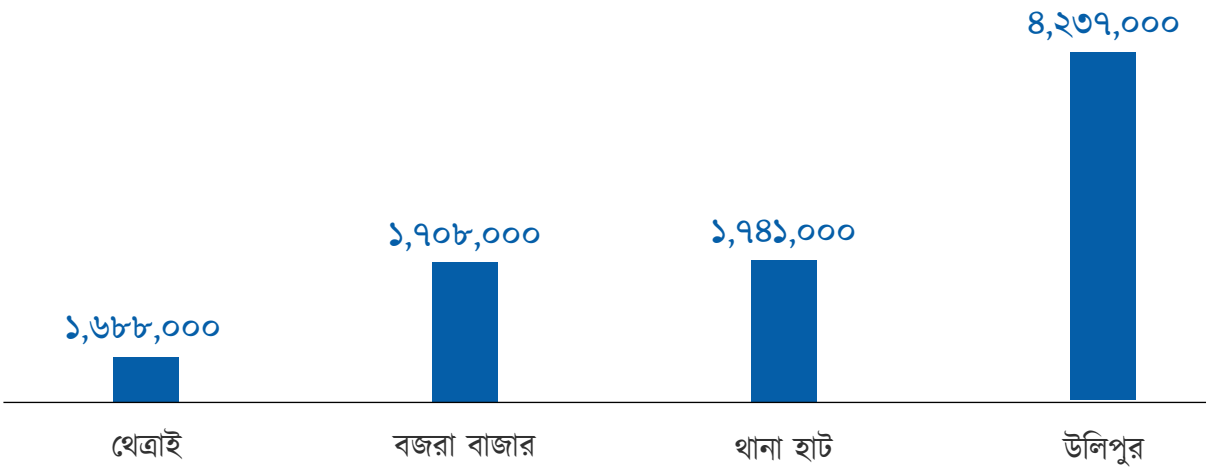




উলিপুর উপজেলার চর এলাকায় ২০১৬-১৬ অর্থবছরে মোট এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো ১৫,৭৭৯ টাকা। এর মধ্যে চারটি হাট বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো উল্লেখযোগ্য- উলিপুর হাট (৪২ লাখ টাকা), থানা হাট, বজরা বাজার এবং থেত্রাই বাজার যেগুলোর প্রতিটিতে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো প্রায় ১৭ লাখ টাকা।

### চাষের প্যাটার্ন

উলিপুর চর এলাকায় ৬৪,৬৪৩ টি পরিবারের বসবাস, যার ২০,৯৫৮ টি পরিবারই কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। উলিপুর চর এলাকার চাষের প্যাটার্ন নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

জেলা: কুড়িগ্রাম উপজেলা: উলিপুর

| GKi (%) | | | ৫১% | ১৩% | ১৩% | ১১% | ৭% | ৫% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খরিফ ২ | fv` | †m‡Þ¤i | × | | | | | |
| | Awkb | | | × | × | × | | |
| | Awkb | A‡±vei | | | | | | |
| রবি | KwZK | | | | | | রোপা আমন ধান | |
| | KwZK | b‡f¤i | রোপা আমন ধান | | | | | |
| | অগ্রহায়ণ | | | | mwilv | | | |
| | অগ্রহায়ণ | wW‡m¤i | | | | | | আলু |
| | †cŠl | | | Mg | | বাদাম | | |
| | †cŠl | Rvbqwi | × | | | | | |
| | gvN | | | | | | পিঁয়াজ/ সবজি | |
| | gvN | †de“qwi | | | | | | |
| | ফাল্গুন | | | | | | | |
| | ফাল্গুন | gvP | উচ্চফলনশীল - বোরো ধান | | উচ্চফলনশীল - বোরো ধান | | | |
| | ^P Î | | | × | | × | | |
| খরিফ ১ | ^P Î | Gwcj | | | | | | fÆv |
| | ^ekvL | | | | | | | |
| | ^ekvL | †g | | | | | | |
| | জৈষ্ঠ্য | | | cvU | | cvU | cvU | |
| | জৈষ্ঠ্য | Rb | | | | | | |
| | আষাঢ় | | | | | | | |
| | আষাঢ় | RjvB | × | | × | | | |
| খরিফ ২ | kveY | | | | | | | × |
| | kveY | AvM÷ | | × | | × | × | |
| | fv` | | | | | | | |

উলিপুর চর এলাকার ৩৩,৯২০ একর জমিজুড়ে ১৩ টি ভিন্ন ধরণের ফসলের চাষ হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এলাকাজুড়ে চাষ হয় পাট (১০,৯০০ একর) এবং পরেই আছে আমন ধান (৭,১১৬ একর)।

## উলিপুর চর এলাকায় ফসল চাষের ভিত্তিতে জমির একরের পরিমাণ

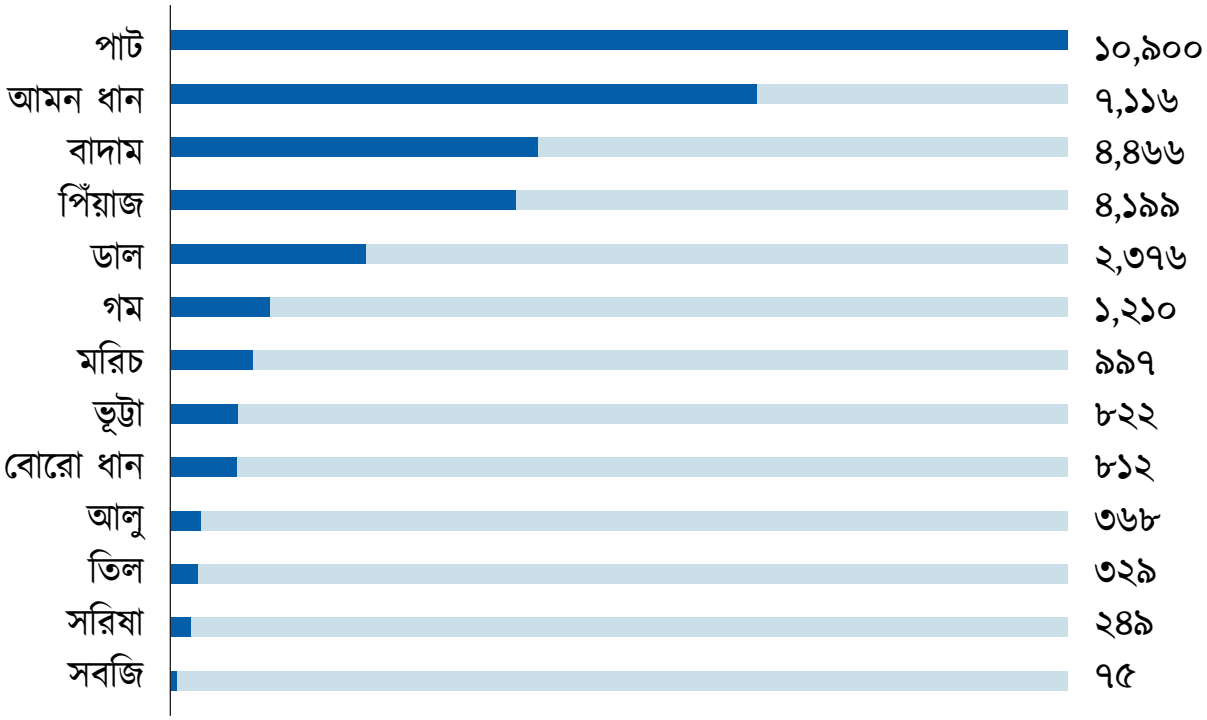


## ৩. গাইবান্ধার চরাঞ্চলে কৃষি উপকরণের বাজার সম্ভাবনা

গাইবান্ধা একটি নদীতীরস্থ জেলা যেখানে মোট ৭ টি উপজেলার মধ্যে ৩ টি উপজেলা *এমফোরসির* টার্গেট এলাকার আওতাভুক্ত - ফুলছড়ি, সুন্দরগঞ্জ ও সাঘাটা। এই উপজেলাগুলোতে মোট ৯১ টি চর অবস্থিত। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এই চরগুলোতে এগ্রো-ইনপুটের ক্রেতার সংখ্যা ছিলো ১৩১,৩৫৫ জন। উল্লেখিত বছরে এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের মোট পরিমাণ ছিলো ৮.৬ কোটি টাকা প্রতি একরে হিসেব করলে যা দাঁড়ায় ৬,৯৪২ টাকা।

## ৩.১ এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ

### এমফোরসির টার্গেট এলাকার চরের এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ এবং জমির একরের পরিমাণ

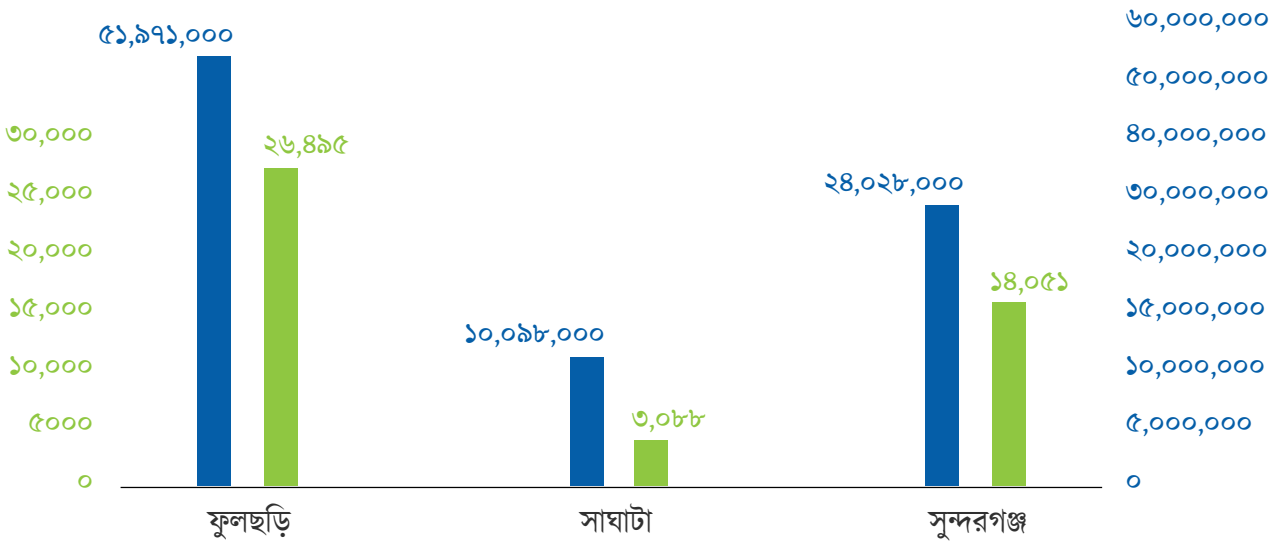


২০১৬-১৭ অর্থবছরে গাইবান্ধায় চর এলাকায় এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের মোট পরিমাণ ছিলো ৮.৬ কোটি টাকা এবং ফসলের একরের পরিমাণ ছিলো ৪৩,৬৩৪ একর। ৫.১ কোটি টাকার মোট বিক্রয় ও মোট ২৬,৪৯৫ একর নিয়ে ফুলছড়ি উপজেলা আছে সবার ওপরের অবস্থানে। সাঘাটা উপজেলায় বিক্রয়ের পরিমাণ ১ কোটি টাকা ও ফসলের একরের পরিমাণ ৩,০৮৮ একর। সুন্দরগঞ্জ এলাকায় মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ২.৪ কোটি টাকা এবং ফসলের একরের পরিমাণ ১৪,০৫১ একর।

### গাইবান্ধা জেলার চর এলাকায় প্রতি একরে এগ্রো ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ

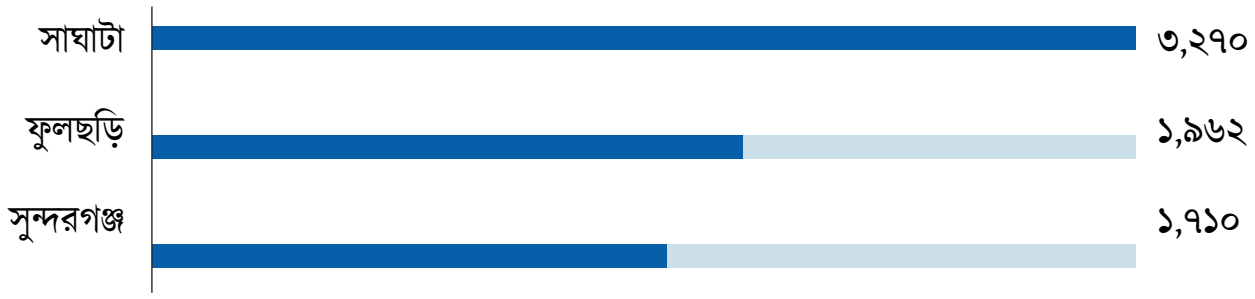


প্রতি একরে বিক্রয়ের পরিমাণ হিসাব করলে, সাঘাটার অবস্থান সবার ওপরে (৩,২৭০ টাকা প্রতি একর)। ফুলছড়ি ও সুন্দরগঞ্জে প্রতি একরে বিক্রয়ের পরিমাণ সচরাচর ১,৭০০ থেকে ২,০০০ টাকার মধ্যে হয়ে থাকে।

## ৩.২ ফসলের ভিত্তিতে জমির পরিমাণ

### গাইবান্ধা জেলায় এমফোরসির টার্গেট এলাকায় ফসল চাষের ভিত্তিতে জমির একরের পরিমাণ

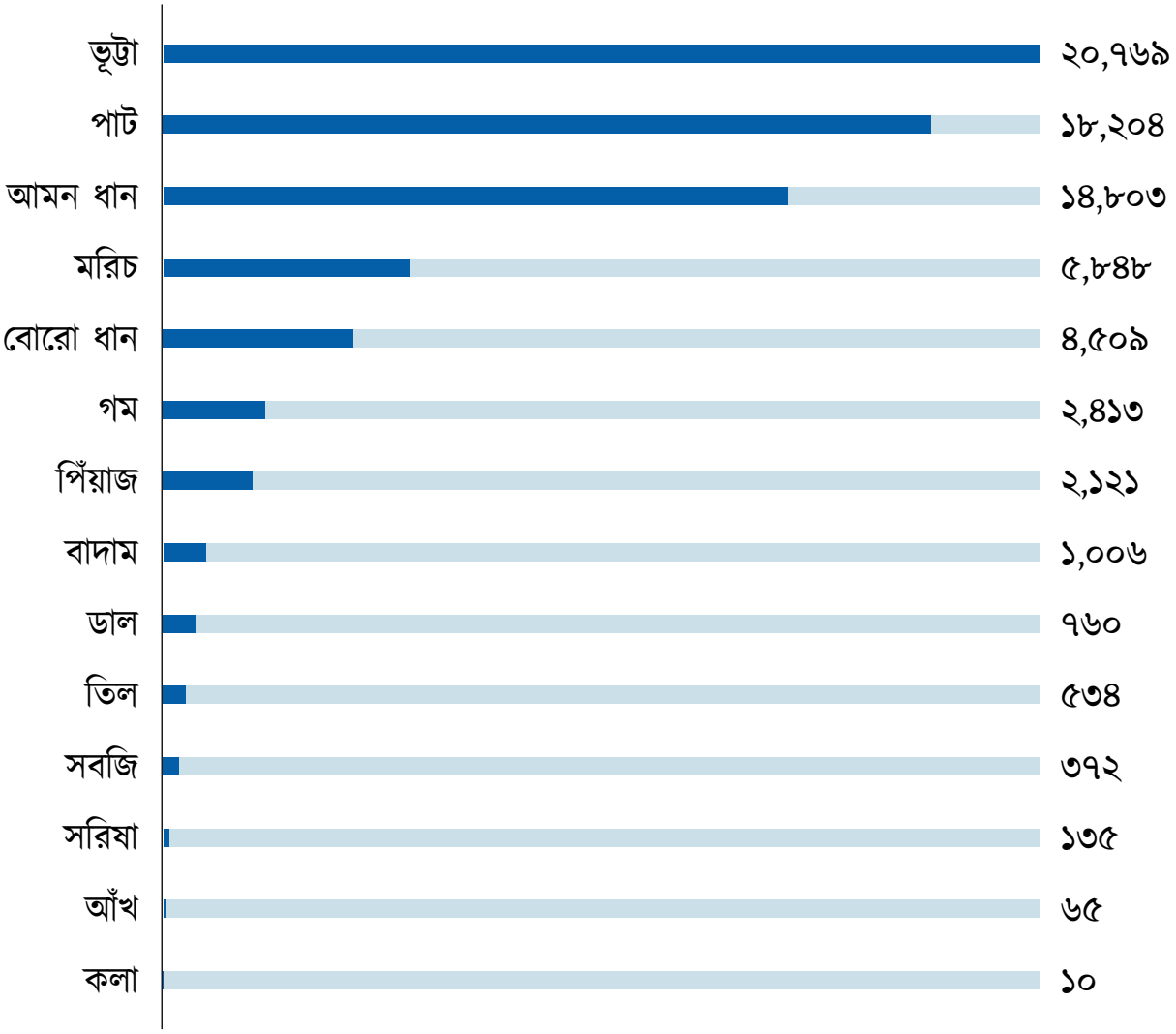


গাইবান্ধায় *এমফোরসির* টার্গেট এলাকায় বছরজুড়ে ১৪ টি ভিন্ন ধরণের ফসলের চাষ হয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশি চাষ হয় ভূট্টার (২০,৭৬৯ একর এলাকাজুড়ে), এর পরবর্তী অবস্থানেই আছে পাট (১৮,২০৪ একরজুড়ে)।

## ৩.৩ গাইবান্ধার উপজেলাসমূহ

### ৩.৩.১ ফুলছড়ি

ফুলছড়ি এলাকার আয়তন ৩০৬.৫৩ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে গাইবান্ধা সদর উপজেলা, দক্ষিণে সাঘাটা ও ইসলামপুর উপজেলা, পূর্বে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা ও পশ্চিমে গাইবান্ধা সদর ও সাঘাটা উপজেলা নিয়ে এই ফুলছড়ির অবস্থান।

রিটেইলার সংখ্যা ৩১

রিটেইলার সংখ্যা ৯

## গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজার

ফুলছড়ির জনপ্রিয় হাট/বাজারের দিনগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

| | i‖e | †m‖g | g½j | ea | en | ï µ | k‖b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফুলছড়ি হাট | | | ■ | | | | ■ |
| খাটিয়ামারি হাট | | ■ | | | ■ | | |

## ফুলছড়ি চর এলাকায় এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ (টাকা), ২০১৬-১৭

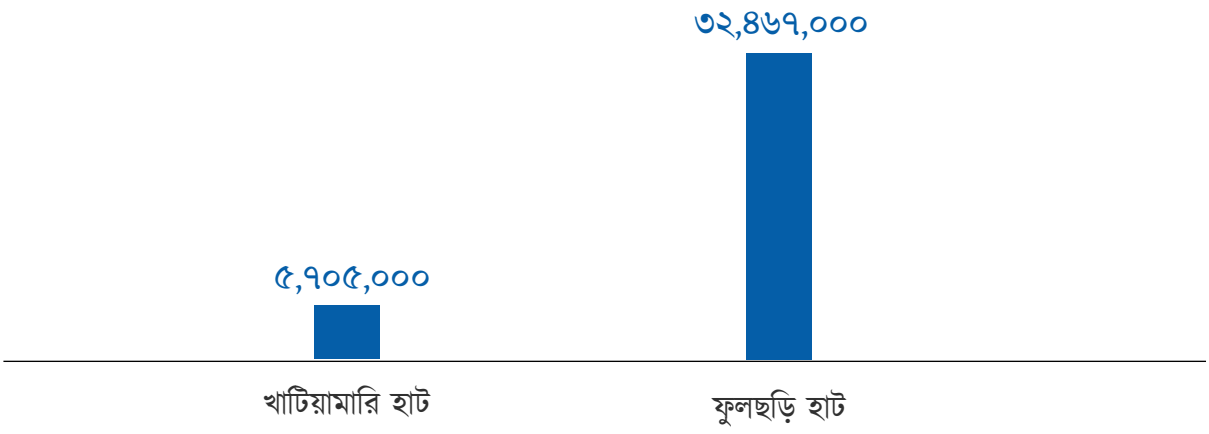

ফুলছড়ি উপজেলার চর এলাকায়, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের সামগ্রিক পরিমাণ ছিলো ৫ কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে দু'টি হাট/বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো উল্লেখযোগ্য- ফুলছড়ি হাট (৩.২ কোটি টাকা) ও খাটিয়ামারি হাট (৫৭ লাখ টাকা)।

## চাষের প্যাটার্ন

ফুলছড়ির চর এলাকাগুলোতে ৩২,৯০০ টি পরিবারের বসবাস, যার মধ্যে ২৬,১৯৩ টি পরিবারই কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। এখানকার চর এলাকার চাষের প্যাটার্ন নিম্নে দেখানো হলো।

জেলা: গাইবান্ধা উপজেলা: ফুলছড়ি

| GKi (%) | | | ৩৫% | ৫০% | ১০% | ৫% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| খরিফ ২ | fv` | †m‡Þ¤i | × | × | রোপা আমন ধান / গাঞ্জিয়া চাল | রোপা আমন ধান / গাঞ্জিয়া চাল |
| | Awkb | | | | | |
| | Awkb | A‡±vei | gwiP | fÆv | | |
| রবি | KwZK | | | | | |
| | KwZK | b‡f¤i | | | | |
| | অগ্রহায়ণ | | | | | |
| | অগ্রহায়ণ | wW‡m¤i | | | | |
| | †cŠl | | | | | |
| | †cŠl | Rvbqwi | | | সবজি | ডাল |
| | gvN | | | | | |
| | gvN | †de“qwi | | | | |
| | ফাল্গুন | | | | | |
| | ফাল্গুন | gvP | × | | | |
| | ^PÎ | | | | | |
| খরিফ ১ | ^PÎ | Gwcj | cvU | cvU | cvU | cvU |
| | ^ekvL | | | | | |
| | ^ekvL | †g | | | | |
| | জৈষ্ঠ্য | | | | | |
| | জৈষ্ঠ্য | Rb | | | | |
| | আষাঢ় | | | | | |
| | আষাঢ় | RjvB | | | | |
| | kveY | | | | | |
| খরিফ ২ | kveY | AvM÷ | × | × | × | × |
| | fv` | | | | | |

৪৮,৩৪৬ একর কৃষিভূমিজুড়ে ফুলছড়িতে ১৪ টি ভিন্ন ধরণের ফসল চাষ হয়ে থাকে। ভূট্টা এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাষ হওয়া ফসল, ১৬,২৮১ একর এলাকাজুড়ে এটির চাষ। ১২,২৭১ একরজুড়ে চাষ হওয়া ফসল পাট আছে ঠিক এর পরের অবস্থানে।

## ফুলছড়ি চর এলাকায় ফসল চাষের ভিত্তিতে জমির একরের পরিমাণ

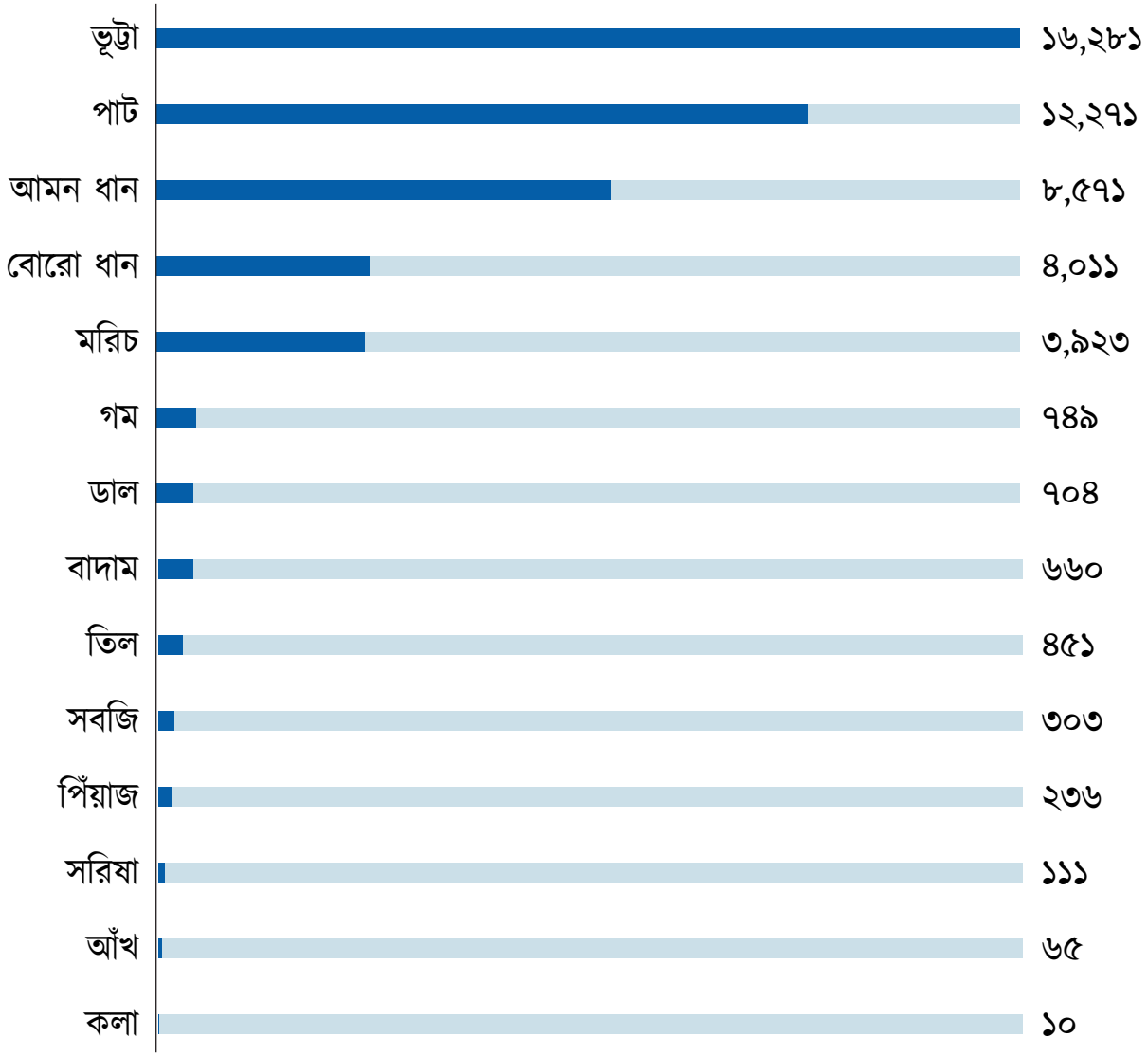

### ৩.৩.২ সাঘাটা

সাঘাটা উপজেলার আয়তন ২৫৫.৬৭ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে গাইবান্ধা সদর উপজেলা, দক্ষিণে বগুড়ার সোনাতলা উপজেলা, পূর্বে ফুলছড়ি ও বগুড়ার সারিয়াকান্দি এবং ইসলামপুর উপজেলা নিয়ে সাঘাটা অবস্থিত।

রিটেইলার সংখ্যা ১০

## গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজার

সাঘাটার জনপ্রিয় হাট/বাজারের দিনগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

| | i‡e | †mvg | g½j | ea | en | ï µ | kwb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সাঘাটা হাট | | | ■ | | | ■ | |

## সাঘাটা চর এলাকায় এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ (টাকা), ২০১৬-১৭

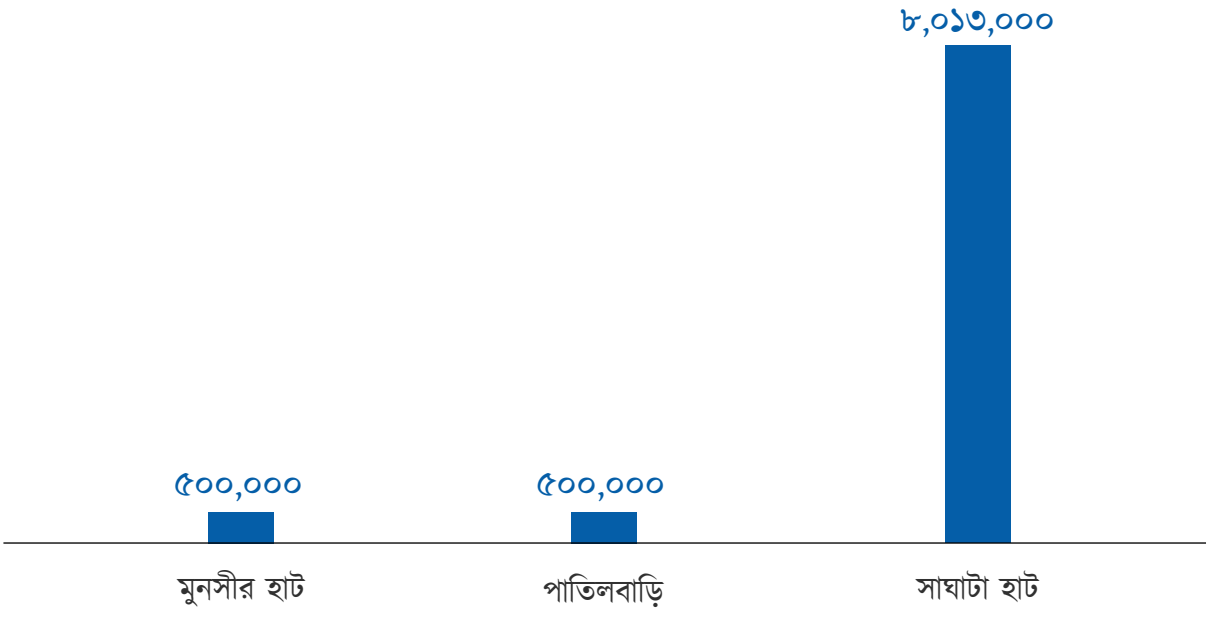

সাঘাটা উপজেলার চর এলাকায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের মোট পরিমাণ ছিলো ১ কোটি টাকা। এর মধ্যে তিনটি হাট/বাজার উল্লেখযোগ্য- সাঘাটা বাজারে বিক্রির পরিমাণ ছিলো সর্বোচ্চ ৮০ লাখ টাকা এবং এর পরবর্তী অবস্থানেই আছে পাতিলবাড়ি ও মুন্সীরহাট বাজার যেগুলোর প্রতিটিতে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো ৫ লাখ টাকা করে।

## চাষের প্যাটার্ন

সাঘাটা চর এলাকায় ৬,৩৪৪ টি পরিবারের বসবাস, যার মধ্যে ৩,৮৩৭ টি পরিবারই কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। সাঘাটা চর এলাকার চাষের প্যাটার্ন নিম্নে দেখানো হলো।

জেলা: গাইবান্ধা উপজেলা: সাঘাটা

| GKi (%) | | | ৫০% | ৩৫% | ১০% | ৫% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| খরিফ ২ | fv` | †m‡Þ¤i | × | × | রোপা আমন ধান/ গাঞ্জিয়া চাল | × |
| | Awkb | | | | | |
| | Awkb | A‡±vei | gwiP | | | |
| রবি | KwZK | | | fÆv | | বাদাম |
| | KwZK | b‡f¤i | | | | |
| | অগ্রহায়ণ | | | | | |
| | অগ্রহায়ণ | wW‡m¤i | | | সবজি | |
| | †cŠl | | | | | |
| | †cŠl | Rvbqwi | | | | |
| | gvN | | | | | |
| | gvN | †de“qwi | | | | |
| | ফাল্গুন | | | | | |
| | ফাল্গুন | gvP | × | | | |
| | ^PÎ | | | | | |
| খরিফ ১ | ^PÎ | Gwcj | cvU | cvU | cvU | × |
| | ^ekvL | | | | | |
| | ^ekvL | †g | | | | |
| | জৈষ্ঠ্য | | | | | |
| | জৈষ্ঠ্য | Rb | | | | |
| | আষাঢ় | | | | | |
| | আষাঢ় | RjvB | | | | |
| খরিফ ২ | kveY | | | | | |
| | kveY | AvM÷ | × | × | × | |
| | fv` | | | | | |

সাঘাটার চর এলাকায় ৪,৩৮৮ একরজুড়ে ১২ টি ভিন্ন ধরণের ফসলের চাষ হয়ে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এলাকাজুড়ে চাষ হয় পাটের (১,৩৫৩ একর) এবং মরিচের (৯৭৪ একর)।

## সাঘাটা চর এলাকায় ফসল চাষের ভিত্তিতে জমির একরের পরিমাণ

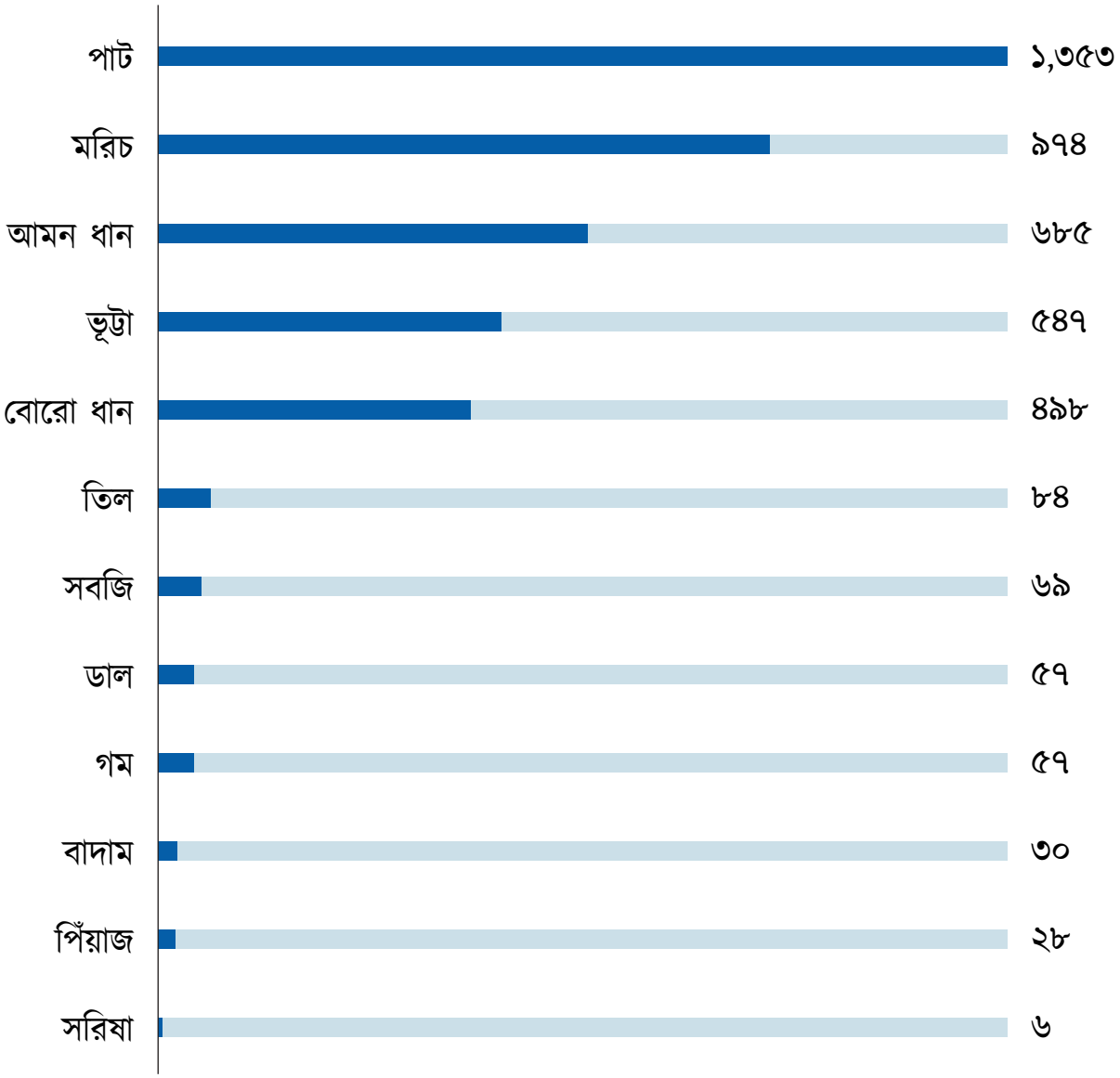

### ৩.৩.৩ সুন্দরগঞ্জ

সুন্দরগঞ্জ উপজেলার আয়তন ৪২৬.৫২ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে রংপুরের পীরগাছা উপজেলা ও কুড়িগ্রামের উলিপুর ও চিলমারী উপজেলা, দক্ষিণে গাইবান্ধা সদর ও সাদুল্লাপুর উপজেলা, পূর্বে কুড়িগ্রামের চিলমারী ও চর রাজীবপুর উপজেলার এবং পশ্চিমে মিঠাপুকুর ও সাদুল্লাপুর উপজেলা নিয়ে সুন্দরগঞ্জের অবস্থান।

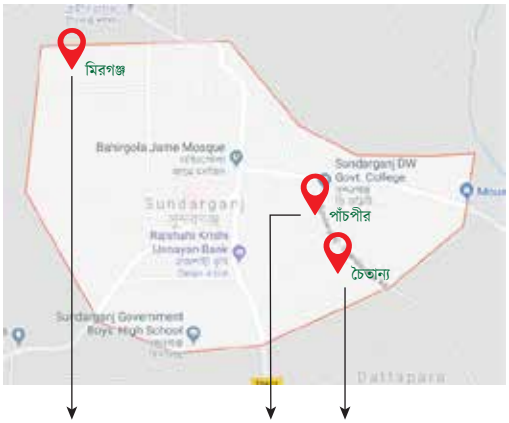




## গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজার

সুন্দরগঞ্জের জনপ্রিয় হাট/বাজারের দিনগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

| | i‌we | †mvg | g½j | ea | en | ï µ | k‌wb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পাঁচপীর বাজার | | ■ | | | | ■ | |

## সুন্দরগঞ্জ চর এলাকায় এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ (টাকা), ২০১৬-১৭

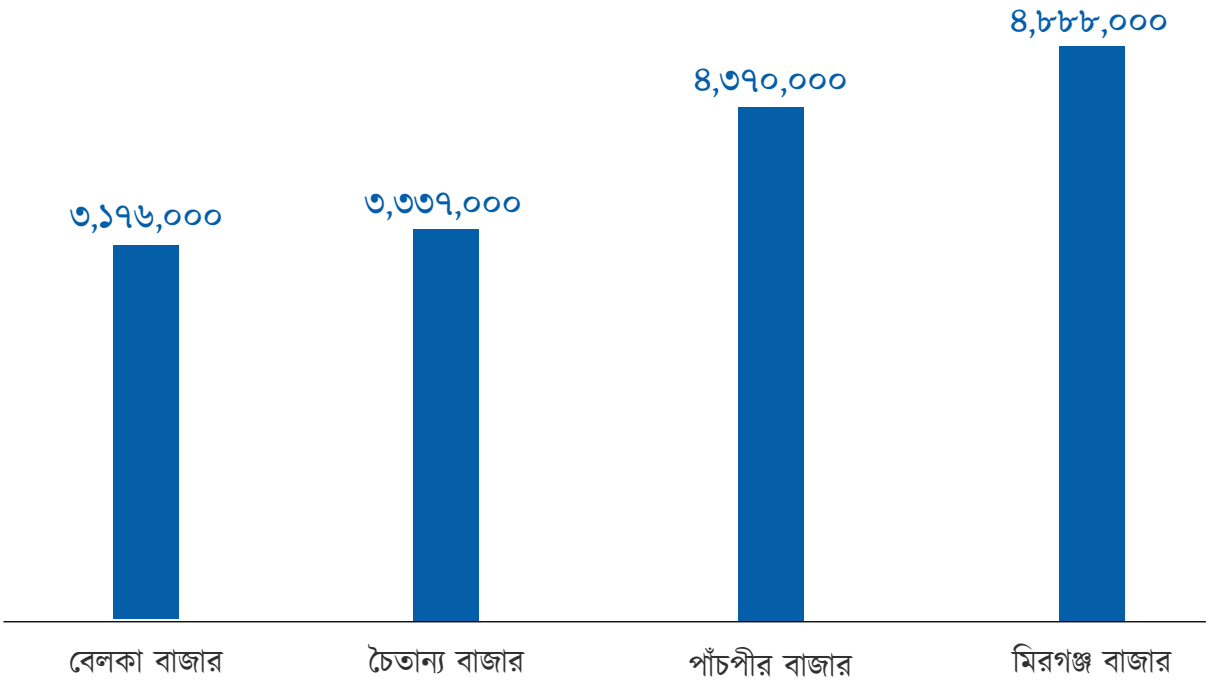

২০১৬-১৭ অর্থবছরে, সুন্দরগঞ্জের চর হাট/বাজারে এগ্রো-ইনপুটের বিক্রয়ের মোট পরিমাণ ছিলো ২.৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে চারটি হাট/বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো উল্লেখযোগ্য- মিরগঞ্জ হাটে বিক্রির পরিমাণ ছিলো সবচেয়ে বেশি (৪৮ লাখ টাকা)। এর পরবর্তী অবস্থানেই আছে পাঁচপীর বাজার যেখানে বিক্রির পরিমাণ ৪৩ লাখ টাকা। চৈতান্য বাজার ও বেলকা বাজারে বিক্রির পরিমাণ যথাক্রমে ৩৩ লাখ ও ৩১ লাখ টাকা।

## চাষের প্যাটার্ন

সুন্দরগঞ্জের চর এলাকায় ১৮,৭৭০ টি পরিবারের বসবাস যাদের ১৩,২৫১ টি পরিবারই কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। সুন্দরগঞ্জ চর এলাকায় চাষের প্যাটার্ন নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

জেলা: গাইবান্ধা উপজেলা: সুন্দরগঞ্জ

| GKi (%) | | | ৩০% | ৪৫% | ২০% | ৫% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| খরিফ ২ | fv` | †m‡Þ¤i | × | × | রোপা আমন ধান/ গাঞ্জিয়া চাল | × |
| | Awkb | | | | | |
| | Awkb | A‡±vei | gwiP | | | আলু |
| | KwZK | | | | | |
| রবি | KwZK | b‡f¤i | | fÆv | | |
| | অগ্রহায়ণ | | | | | |
| | অগ্রহায়ণ | wW‡m¤i | | | পিঁয়াজ/ বেগুন | |
| | †cŠl | | | | | |
| | †cŠl | Rvbqwi | | | | |
| | gvN | | | | | উচ্চফলনশীল - বোরো ধান |
| | gvN | †de“qwi | | | | |
| | ফাল্গুন | | | | | |
| | ফাল্গুন | gvP | × | | | |
| | ^P Î | | | | | |
| খরিফ ১ | ^P Î | Gwcj | cvU | cvU | cvU | × |
| | ^ekvL | | | | | |
| | ^ekvL | †g | | | | |
| | জৈষ্ঠ্য | | | | | |
| | জৈষ্ঠ্য | Rb | | | | |
| | আষাঢ় | | | | | |
| | আষাঢ় | RjvB | | | | |
| খরিফ ২ | kveY | | | | | |
| | kveY | AvM÷ | × | × | × | |
| | fv` | | | | | |

এই এলাকায় ১৮,৮১৬ একর কৃষিভূমিতে ৮ টি ভিন্ন ধরণের ফসলের চাষ হয়ে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কৃষিভূমিজুড়ে চাষ হয় আমন ধান (৫,৫৪৬ একর) এবং পাট (৪,৫৮০ একর)।

## সুন্দরগঞ্জ চর এলাকায় ফসল চাষের ভিত্তিতে জমির একরের পরিমাণ

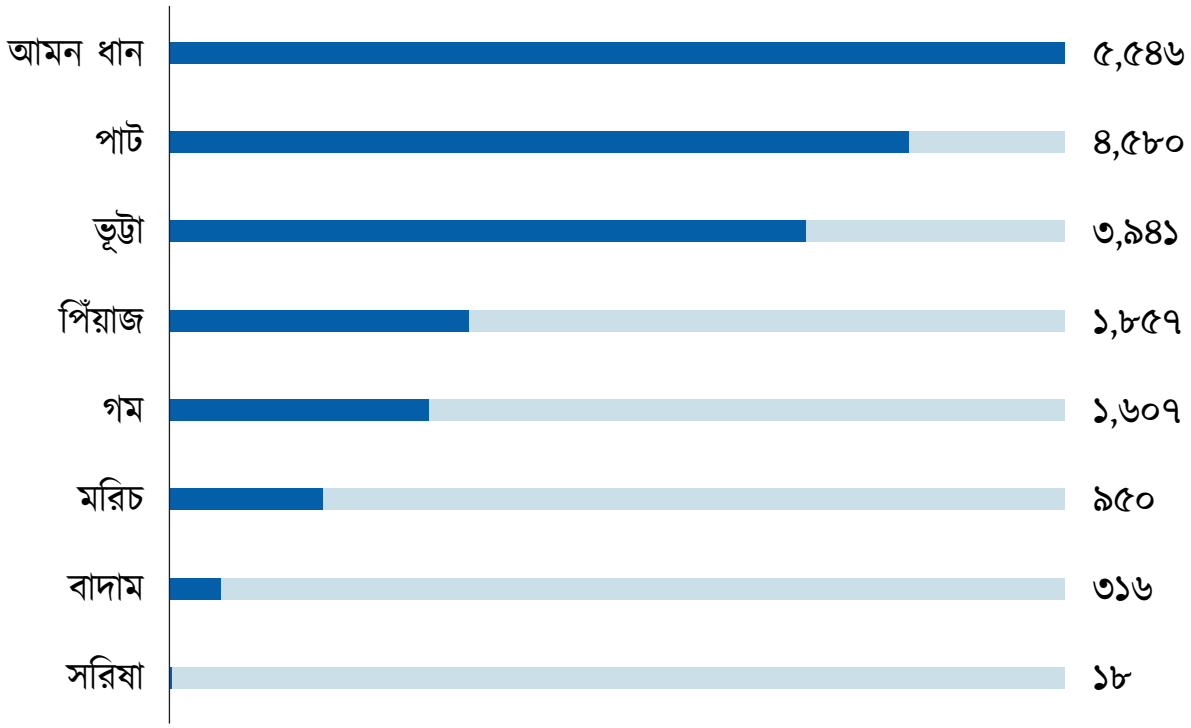


## ৪. সিরাজগঞ্জের চরাঞ্চলে কৃষি উপকরণের বাজার সম্ভাবনা

সিরাজগঞ্জ হলো রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত একটি নদীতীরবর্তী জেলা, জেলার মোট ৯ টি উপজেলার মধ্যে *এমফোরসি* বেলকুচি, কাজীপুর ও সিরাজগঞ্জ সদর এই ৩ টি উপজেলায় কাজ করে। এই তিনটি উপজেলায় *এমফোরসি'র* টার্গেট এলাকার আওতাধীন ২৭ টি চর অবস্থিত। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে, এই চরগুলোতে ৯৫ হাজার এগ্রো-ইনপুট ক্রেতা ছিলো এবং মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো ১০ কোটি টাকা, প্রতি একরে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো ১,২৭৫ টাকা।

## ৪.১ এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ

### এমফোরসির টার্গেট এলাকার চরের এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ এবং জমির একরের পরিমাণ

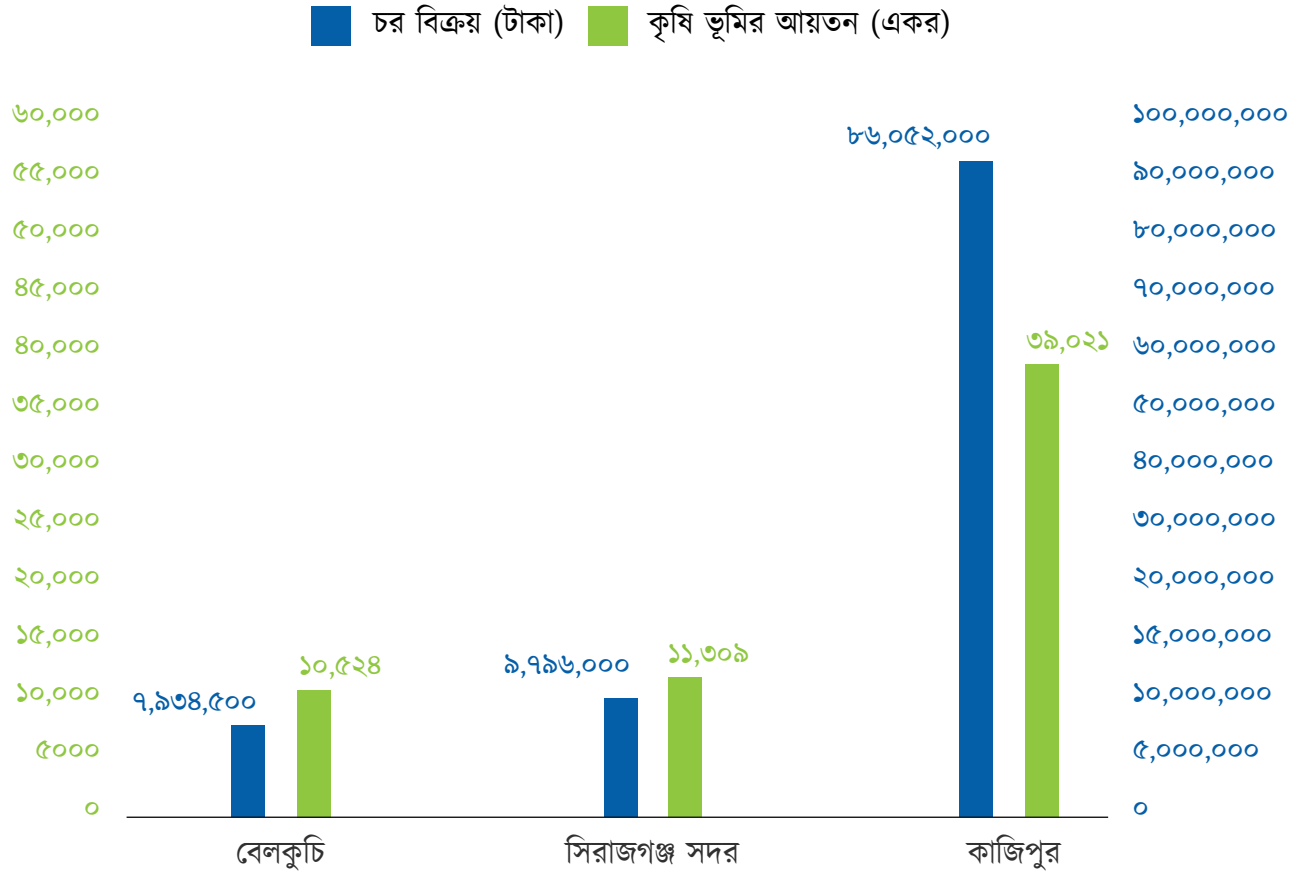


২০১৬-১৭ অর্থবছরে সিরাজগঞ্জ চর এলাকায় এগ্রো-ইনপুট বিক্রির সামগ্রিক পরিমাণ ছিলো ১০.০৩ কোটি টাকা এবং কৃষিভূমির আয়তন ছিলো ১২১,৩২৭ একর। কাজীপুর উপজেলায় বিক্রয়ের পরিমাণ ও কৃষিভূমির আয়তন, দু'টিই ছিলো সবচেয়ে বেশি, এই উপজেলায় এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের মোট পরিমাণ ছিলো ৮.৬ কোটি টাকা এবং কৃষিভূমির মোট আয়তন ছিলো ৩৯,০২১ একর। সিরাজগঞ্জ সদর ও বেলকুচি উপজেলায় বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো উল্লেখযোগ্যভাবে কম- যথাক্রমে ৯৮ লাখ ও ৭৯ লাখ টাকা। এই এলাকা দু'টির কৃষিভূমির আয়তনও তুলনামূলকভাবে কম- সিরাজগঞ্জ সদর ও বেলকুচি উপজেলার চর এলাকায় কৃষিভূমির আয়তন যথাক্রমে ১১,৩০৯ একর এবং ১০,৫২৪ একর।

### সিরাজগঞ্জ জেলার চর এলাকায় প্রতি একরে এগ্রো ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ

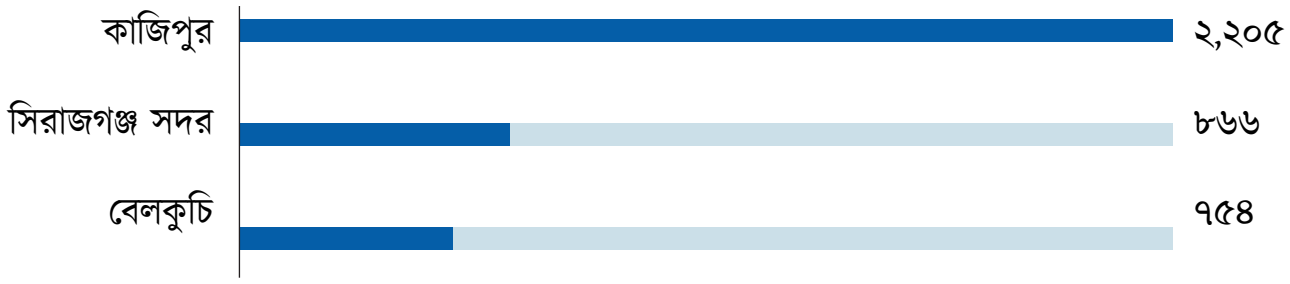

প্রতি একর কৃষিভূমিতে বিক্রয়ের পরিমাণ হিসাব করলে দেখা যায়, কাজীপুরে বিক্রয়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (প্রতি একরে ২,২০৫ টাকা)। সিরাজগঞ্জ সদর ও বেলকুচি উপজেলায় প্রতি একর কৃষিভূমিতে বিক্রয়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম- যথাক্রমে ৮৬৬ টাকা ও ৭৫৪ টাকা।

## ৪.২ ফসলের ভিত্তিতে জমির পরিমাণ

### সিরাজগঞ্জ জেলায় এমফোরসির টার্গেট এলাকায় ফসল চাষের ভিত্তিতে জমির একরের পরিমাণ

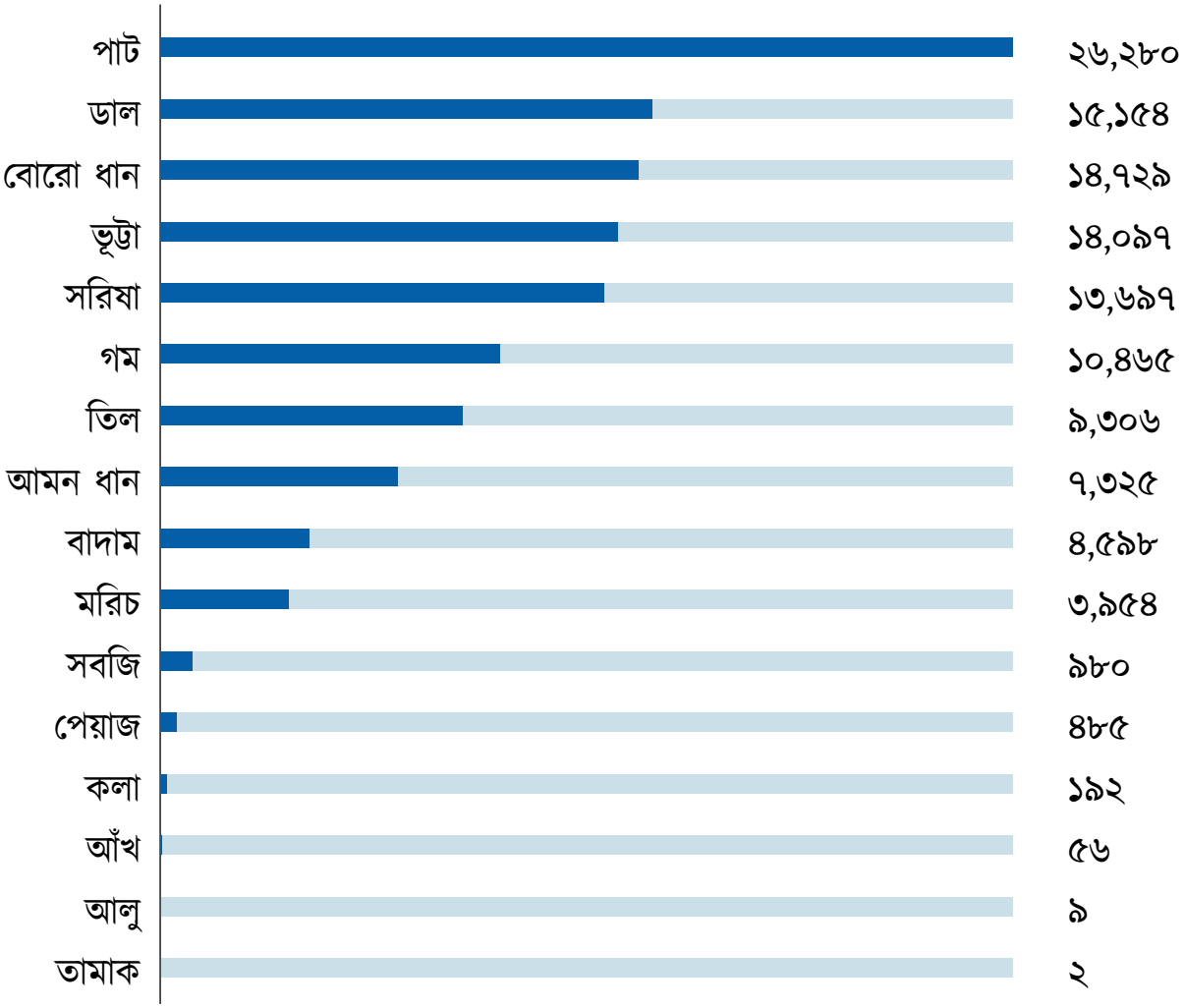


সিরাজগঞ্জে *এমফোরসি*'র টার্গেট এলাকায়, বছরজুড়ে ১৬ টি ভিন্ন ধরণের ফসলের চাষ হয়ে থাকে। এর মধ্যে পাটের চাষ সবচেয়ে প্রচলিত- ২৬,২৮০ একরজুড়ে এ ফসলের চাষ। এর পরবর্তী অবস্থানেই আছে ডাল- ১৫,১৫৪ একর কৃষিভূমিজুড়ে ডালের চাষ হয়ে থাকে।

## ৪.৩ সিরাজগঞ্জের উপজেলাসমূহ

### ৪.৩.১ বেলকুচি

বেলকুচি উপজেলার আয়তন ১৫৮.৮৭ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে কামারখন্দ ও সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা, পূর্বে টাঙ্গাইল সদর ও টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলা, দক্ষিণে শাহজাদপুর ও চৌহালি উপজেলার এবং পশ্চিমে উল্লাপাড়া ও কামারখন্দ উপজেলা নিয়ে বেলকুচির অবস্থান।

## গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজার

বেলকুচির জনপ্রিয় হাট/বাজারের দিনগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

| | iwe | †mwg | g½j | ea | en | ï µ | kwb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শমেসপুর হাট | | | | | | | |
| সোহাগপুর হাট | | | | | | | |

### বেলকুচি চর এলাকায় এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ (টাকা), ২০১৬-১৭

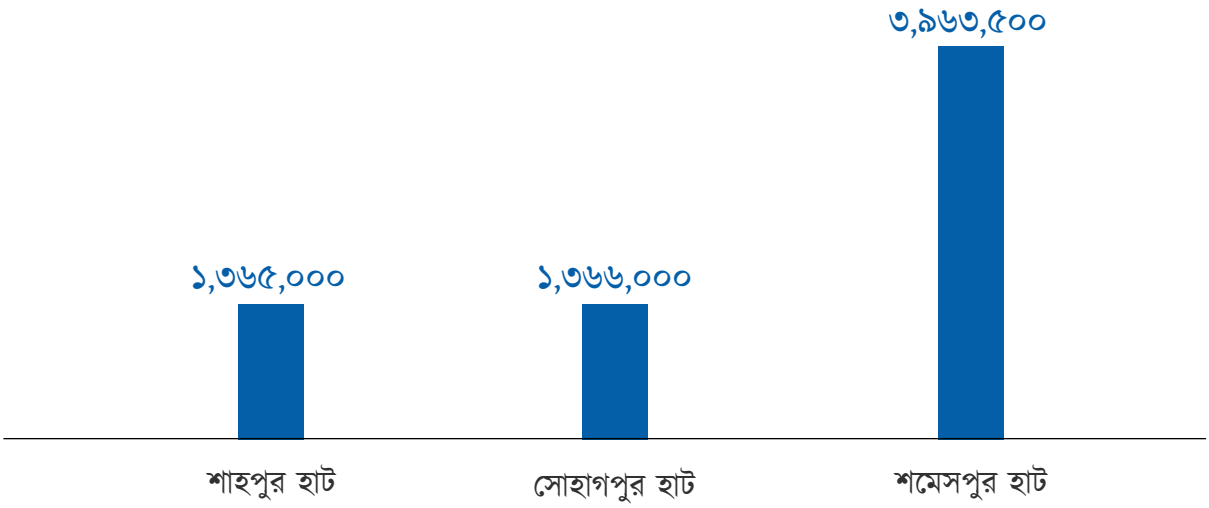

বেলকুচি উপজেলায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চর এলাকায় এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের সামগ্রিক পরিমাণ ছিলো ৭৯ লক্ষ টাকা। তিনটি হাট/বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো উল্লেখযোগ্য- শমেসপুর হাটে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো সবচেয়ে বেশি (৩৯ লাখ টাকা)। অন্য দু'টি হলো সোহাগপুর হাট ও শাহপুর হাট যে দু'টোয় বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো ১৩.৬ লাখ টাকা।

## চাষের প্যাটার্ন

বেলকুচি চর এলাকায় বসবাসরত ১১,৪৫২ টি পরিবারের মধ্যে ৯,৮৬১ টি পরিবারই কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। বেলকুচি চর এলাকার চাষের প্যাটার্ন নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

জেলা: সিরাজগঞ্জ উপজেলা: বেলকুচি

| GKi (%) | | | ৪০% | ২০% | ২০% | ১০% | ৫% | ৫% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খরিফ ২ | fv` | †m‡Þ¤i | × | × | × | × | ডাল | × |
| | Awkb | | | | | | | |
| | Awkb | A‡±vei | | | ডাল | | | |
| রবি | KwZK | | mwilv | | | ডাল | | |
| | KwZK | b‡f¤i | | Mg | | | | বাদাম |
| | অগ্রহায়ণ | | | | | | | |
| | অগ্রহায়ণ | wW‡m¤i | | | | | | |
| | †cŠl | | | | | | পিঁয়াজ/ বেগুন | |
| | †cŠl | Rvbqvwi | | | | | | |
| | gvN | | উচ্চফলনশীল - বোরো ধান | | উচ্চফলনশীল - বোরো ধান/ তিল | | | |
| | gvN | †de“qvwi | | | | | | |
| | ফাল্গুন | | | | | | | |
| | ফাল্গুন | gvP | | | | × | | |
| | ˆPÎ | | | × | | | | |
| খরিফ ১ | ˆPÎ | GwcÖj | | পাট/ ধৈঞ্চা | | পাট/ ধৈঞ্চা | পাট/ ধৈঞ্চা | × |
| | ˆekvL | | | | | | | |
| | ˆekvL | †g | | | | | | |
| | জৈষ্ঠ্য | | | | | | | |
| | জৈষ্ঠ্য | Rb | × | | × | | | |
| | আষাঢ় | | | | | | | |
| | আষাঢ় | RjvB | | | | | | |
| খরিফ ২ | kveY | | | | | | | |
| | kveY | AvM÷ | | × | | × | × | |
| | fv` | | | | | | | |

## বেলকুচি চর এলাকায় ফসল চাষের ভিত্তিতে জমির একরের পরিমাণ

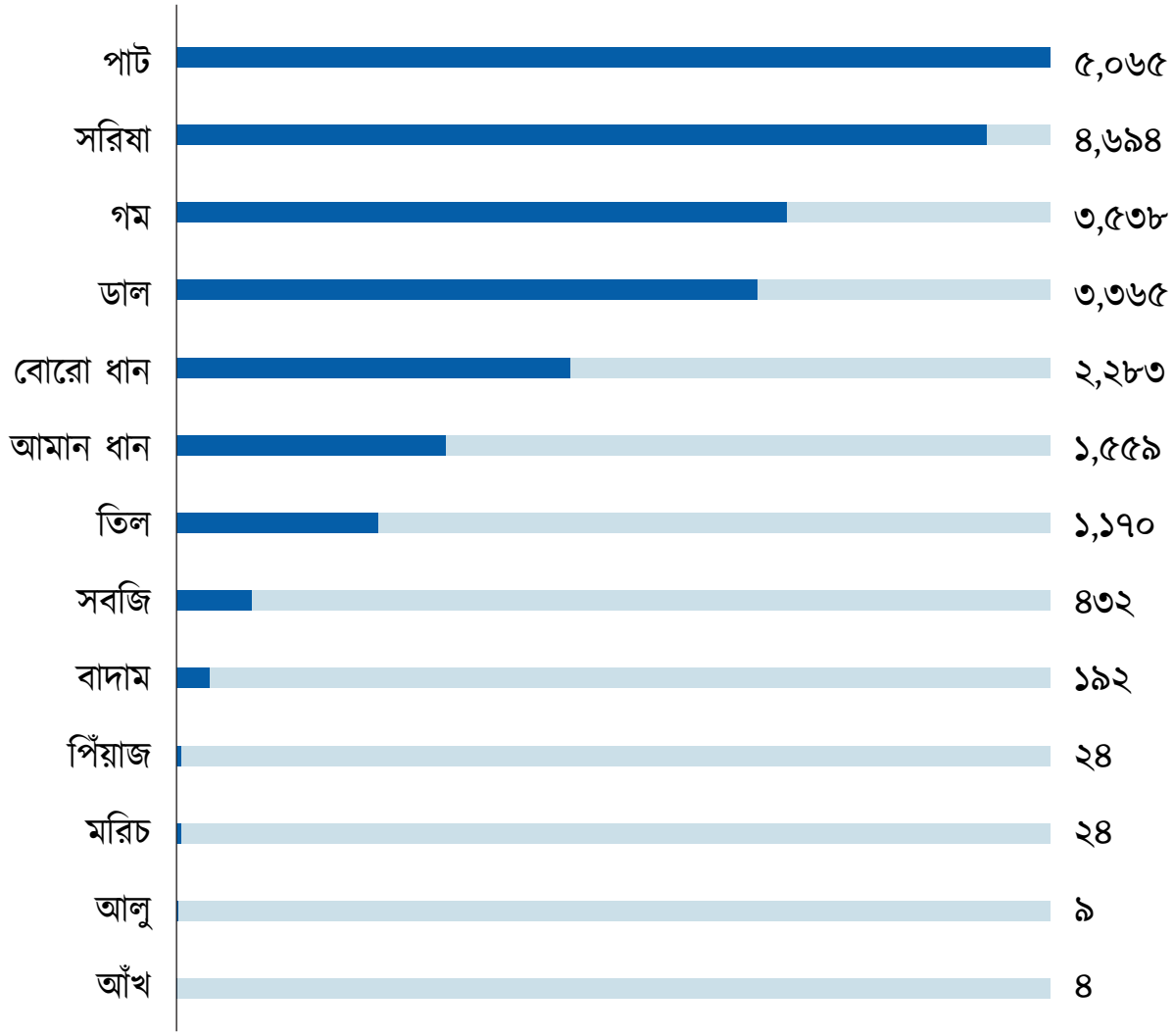


### ৪.৩.২ কাজীপুর

এই উপজেলার আয়তন ৩২৮.৭৯ বর্গকিলোমিটার। এই জেলার উত্তরে বগুড়ার সারিয়াকান্দি ও ধুনট উপজেলা, পূর্বে জামালপুরের সরিষাবাড়ি উপজেলা, দক্ষিণে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে বগুড়ার ধূনট উপজেলা অবস্থিত।

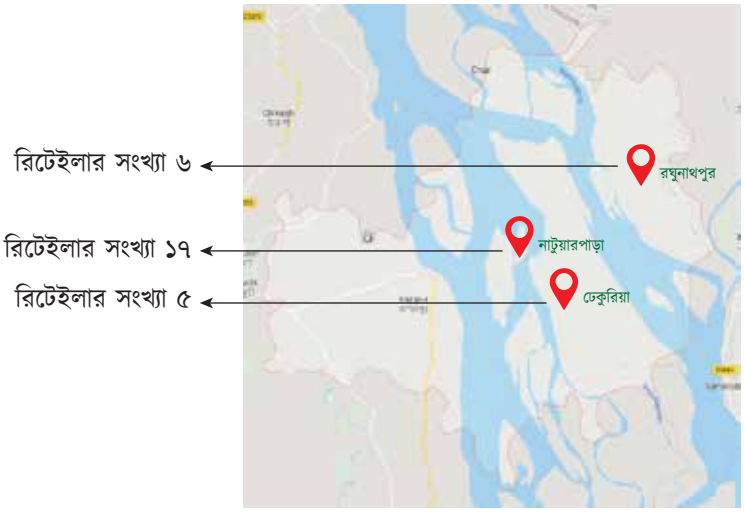

# গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজার

কাজীপুরের জনপ্রিয় হাট/বাজারের দিনগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

| | iwe | †mvg | g½j | ea | en | ïµ | kwb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নাটুয়ারপাড়া হাট | | | | ■ | | | ■ |
| ঢেকুরিয়া বাজার | ■ | | | | ■ | | |
| রঘুনাথপুর বাজার | | ■ | | | ■ | | |

## কাজীপুর চর এলাকায় এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ (টাকা), ২০১৬-১৭

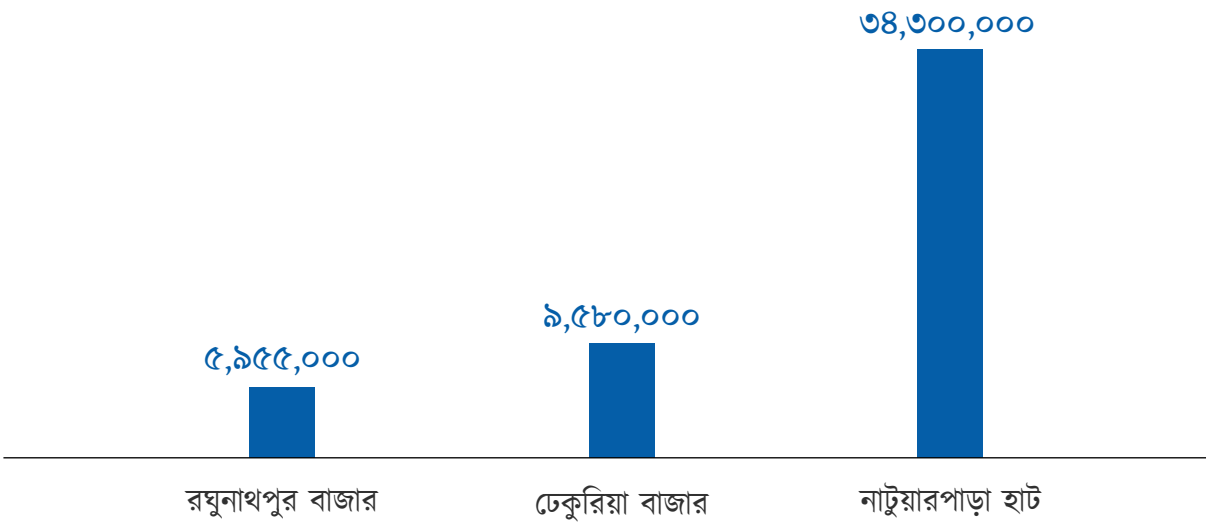




কাজীপুর উপজেলায় চরের হাট/বাজারে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের মোট পরিমাণ ছিলো ৮.৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে তিনটি হাট/বাজার উল্লেখযোগ্য- নাটুয়ারপাড়া হাটে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো সর্বোচ্চ ৩.৪ কোটি টাকা। অন্য দু'টি বাজারে (ঢেকুরিয়া বাজার ও রঘুনাথপুর বাজার) বিক্রয়ের পরিমাণ ছিলো তুলনামূলকভাবে কম, যথাক্রমে ৬ লাখ ও ৯.৫ লাখ টাকা।

## চাষের প্যাটার্ন

কাজীপুরের চর এলাকায় ৪৬,৮০২ টি পরিবারের বসবাস, যার ২৬,৪৭২ টি পরিবারই কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। কাজীপুর এলাকার চাষের প্যাটার্ন নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

জেলা: সিরাজগঞ্জ উপজেলা: কাজিপুর

| GKi (%) | | | ২০% | ৫৫% | ১০% | ৫% | ৫% | ৫% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খরিফ ২ | fv` | †m‡Þ¤i | × | × | × | কলা | × | × |
| | Awkb | | | | | | | |
| | Awkb | A‡±vei | gwiP | fÆv | mwilv | | Mg | বাদাম |
| | KwZK | | | | | | | |
| রবি | KwZK | b‡f¤i | | | | | | |
| | অগ্রহায়ণ | | | | | | | |
| | অগ্রহায়ণ | wW‡m¤i | | | | | | |
| | †cŠl | | | | | | | |
| | †cŠl | Rvbqwi | | | | | | |
| | gvN | | | | উচ্চফলনশীল - বোরো চাল/ তিল | | | |
| | gvN | †de“qwi | | | | | | |
| | ফাল্গুন | | | | | | | |
| | ফাল্গুন | gvP | × | | | | | |
| | ^PÎ | | | | | | | |
| খরিফ ১ | ^PÎ | Gwcj | পাট | পাট | × | × | পাট | × |
| | ^ekvL | | | | | | | |
| | ^ekvL | †g | | | | | | |
| | জৈষ্ঠ্য | | | | | | | |
| | জৈষ্ঠ্য | Rb | | | | | | |
| | আষাঢ় | | | | | | | |
| | আষাঢ় | RjvB | | | | | | |
| খরিফ ২ | kveY | | | | | | | |
| | kveY | AvM÷ | × | × | | × | × | |
| | fv` | | | | | | | |

কাজীপুর চর এলাকায় মোট ১৩ টি ভিন্ন ধরণের ফসলের চাষ যেগুলো সর্বমোট ৪৯,১৮৯ একর জমিজুড়ে চাষ হয়। এর মধ্যে পাটের চাষ হয় ১৪,৬৯৬ একরজুড়ে এবং ভূট্টার চাষ হয় ১১,৯৯০ একরজুড়ে।

## কাজীপুর চর এলাকায় ফসল চাষের ভিত্তিতে জমির একরের পরিমাণ

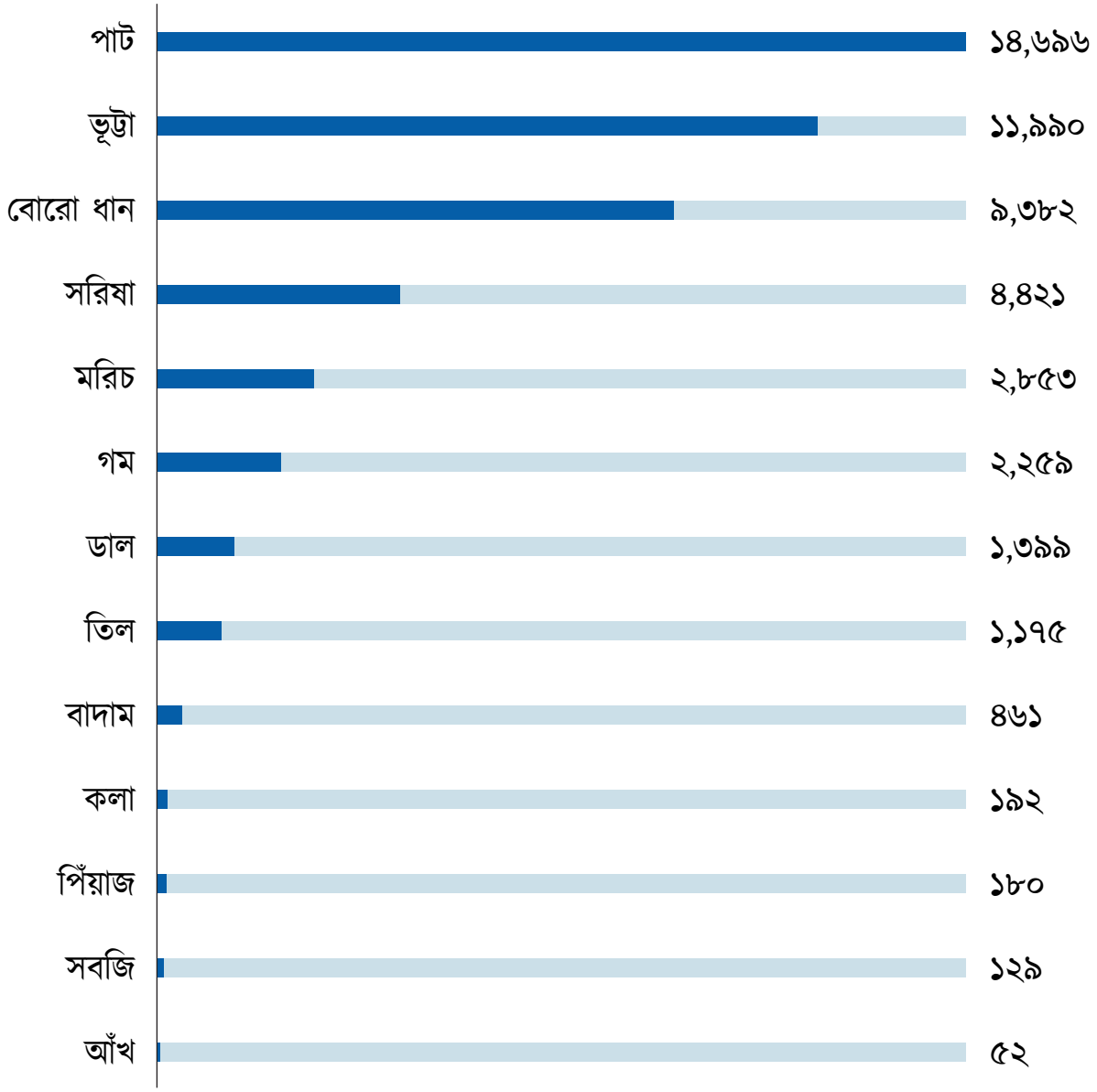

### ৪.৩.৩ সিরাজগঞ্জ সদর

জনসংখ্যার বিচারে সিরাজগঞ্জ সদর সিরাজগঞ্জের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজেলা। এর আয়তন ৩২০.১৫ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে কাজীপুর উপজেলা, পূর্বে টাঙ্গাইলের ভুয়াপুর ও কালিহাতী উপজেলা এবং জামালপুরের সরিষাবাড়ি উপজেলা, দক্ষিণে কামারখন্দ ও বেলকুচি উপজেলা এবং পশ্চিমে রায়গঞ্জ ও বগুড়ার ধূনট উপজেলা নিয়ে সদর উপজেলার অবস্থান।

## গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজার

সিরাজগঞ্জ সদরের জনপ্রিয় হাট/বাজারের দিনগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

| | iwe | ‡mvg | g½j | ea | en | ïµ | kwb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রুপসা হাট | | | | | | ■ | |
| সিরাজগঞ্জ শহর | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| গোবিন্দপুর হাট | | ■ | | | | | |

## সিরাজগঞ্জ সদর চর এলাকায় এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণ (টাকা), ২০১৬-১৭

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় চর এলাকার হাটতে এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের সামগ্রিক পরিমাণ ছিলো ৯৭ লক্ষাধিক টাকা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাট হলো- রূপসা (মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ৩৬ লাখ টাকা), সিরাজগঞ্জ বাজার (মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ১৬ লাখ টাকা) এবং গোবিন্দপুর হাট (মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ১০ লাখ টাকা)।

## চাষের প্যাটার্ন

সিরাজগঞ্জ সদরের চর এলাকায় ৮,৯২২ টি পরিবারের বসবাস। এদের মধ্যে ৬,৫৬১ টি পরিবারই কৃষিভিত্তিক পরিবার। সদর চর এলাকার চাষের প্যাটার্ন নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

জেলা: সিরাজগঞ্জ　　　　উপজেলা: সিরাজগঞ্জ সদর

| GKi (%) | | | ২০% | ৫০% | ১০% | ১০% | ৫% | ৫% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খরিফ ২ | fv` / Awkb | †m‡Þ¤i | × | × | × | × | × | × |
| | Awkb / KwZK | A‡±vei | | | | | | |
| | KwZK / অগ্রহায়ণ | b‡f¤i | | | | | | |
| রবি | অগ্রহায়ণ / †cŠl | wW‡m¤i | gwiP | fÆv | mwilv | | | ডাল |
| | †cŠl / gvN | Rvbqvwi | | | | Mg | বাদাম | × |
| | gvN / ফাল্গুন | †de"qvwi | | | | | | |
| | ফাল্গুন / ˆPÎ | gvP | × | | উচ্চফলনশীল - বোরো ধান/ তিল | | | |
| | ˆPÎ / ˆekvL | Gwcj | | | | | | রোপা আমন ধান/ তিল |
| খরিফ ১ | ˆekvL / জৈষ্ঠ্য | †g | | | | | | |
| | জৈষ্ঠ্য / আষাঢ় | Rb | পাট | পাট | | পাট/ ধৈঞ্চা | × | |
| | আষাঢ় / kveY | RjvB | | | × | | | × |
| খরিফ ২ | kveY / fv` | AvM÷ | × | × | | | | |

১৫,৪৭১ একর কৃষিভূমি জুড়ে সিরাজগঞ্জ সদরের চরগুলোতে ১৩ টি ভিন্ন ধরণের ফসলের চাষ হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি একর জুড়ে চাষ হয় পাটের ( ৫,৬১৭ একর) এবং ভূট্টার (২,১০৭ একর)।

## সিরাজগঞ্জ সদর চর এলাকায় ফসল চাষের ভিত্তিতে জমির একরের পরিমাণ

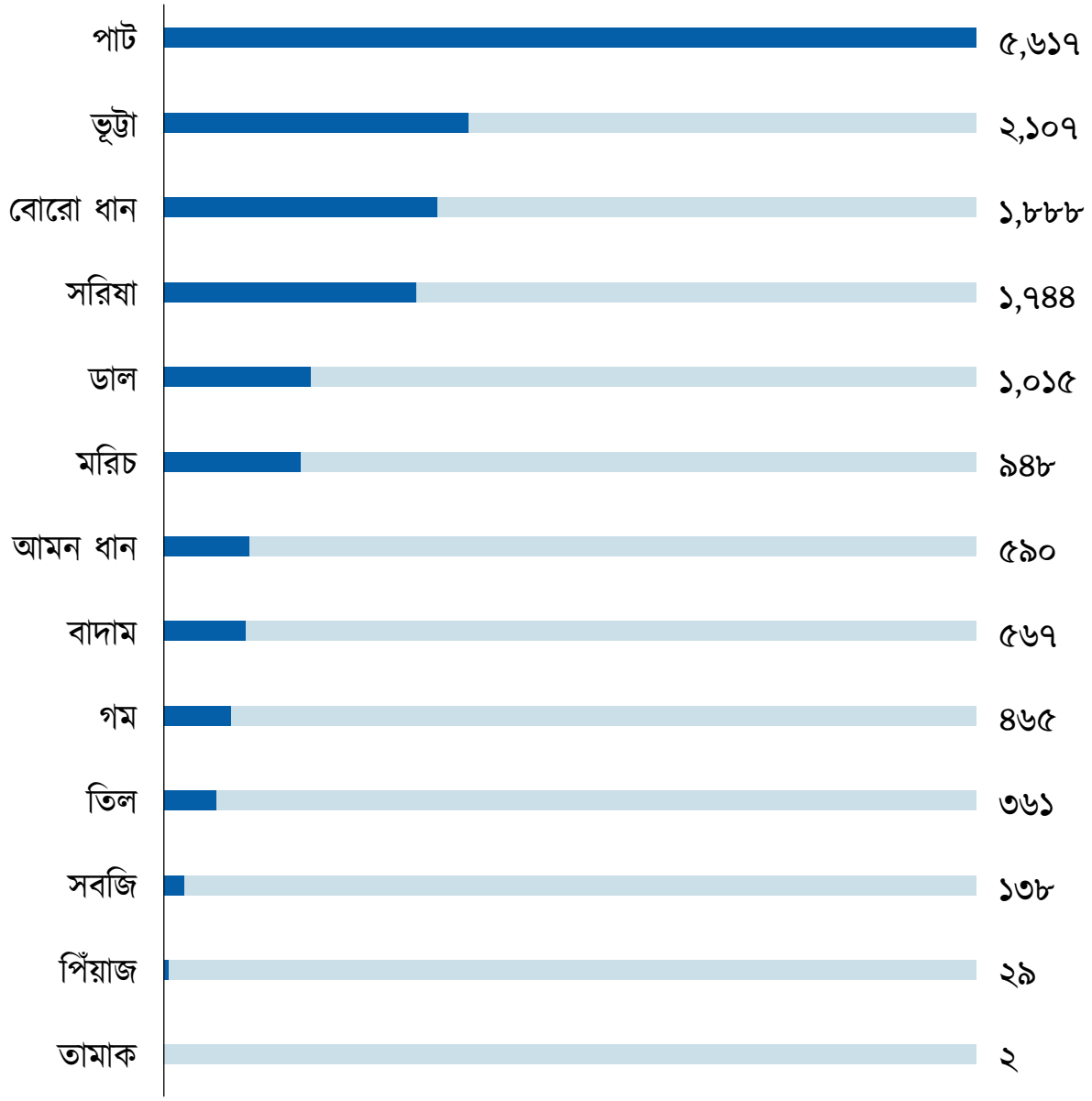

# ৫. পরিশেষ

## ৫.১ চর মার্কেটের অপার সম্ভাবনা

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের চর এলাকায় বসবাসরত মানুষদের জীবিকানির্বাহের মূল উৎস হলো কৃষিকাজ। প্রকৃতির উপহার এবং প্রাকৃতিক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, কম উৎপাদনশীলতা ও নিম্নমানের ফসলের কারণে কৃষি থেকে এই মানুষগুলোর আয় তুলনামূলকভাবে কম। উৎপাদনশীলতার এহেন মন্দাবস্থা ও ফসলের নিম্নমানের পেছনের মূল কারণ হলো gvbm¤cb এগ্রো-ইনপুট ও উৎপাদন সেবার (প্রোডাকশন সার্ভিস) অভাব। এছাড়াও, চর এলাকার কৃষিভূমি ও কৃষি উৎপাদন বিভিন্ন আবহাওয়া ও জলবায়ু-বিষয়ক ঝুঁকির (বন্যা, নদী f¼b, শিলাবৃষ্টি, শৈত্যপ্রবাহ ও মৌসুমী রোগ) সম্মুখীন। একসময় দেশের মূল এগ্রো-ইনপুট কোম্পানিগুলো চর মার্কেটে ব্যবসায় সম্প্রসারণকে ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল মনে করতো এবং যে কারণে চর এলাকার হাট/বাজারে কোম্পানিগুলোর উপস্থিতি ছিলো না বললেই চলে। অপর্যাপ্ত ডিস্ট্রিবিউশন সেট-আপ এবং চর এলাকায় মূল ভূখন্ডের তুলনায় বিক্রয় বৃদ্ধির খরচ (কস্ট অফ সেলস জেনারেশন) বেশি হওয়াই ছিলো এর পেছনের মূল কারণ। একইসাথে, পর্যাপ্ত অর্থ ও জনবলের অভাবে সরকারী সংস্থাগুলো দ্বারা চর-বিষয়ক গবেষণা এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সম্প্রসারণ সম্ভব হয়ে উঠেনি।

### এগ্রো-ইনপুট কোম্পানিরগুলোর সাথে পার্টনারশিপ

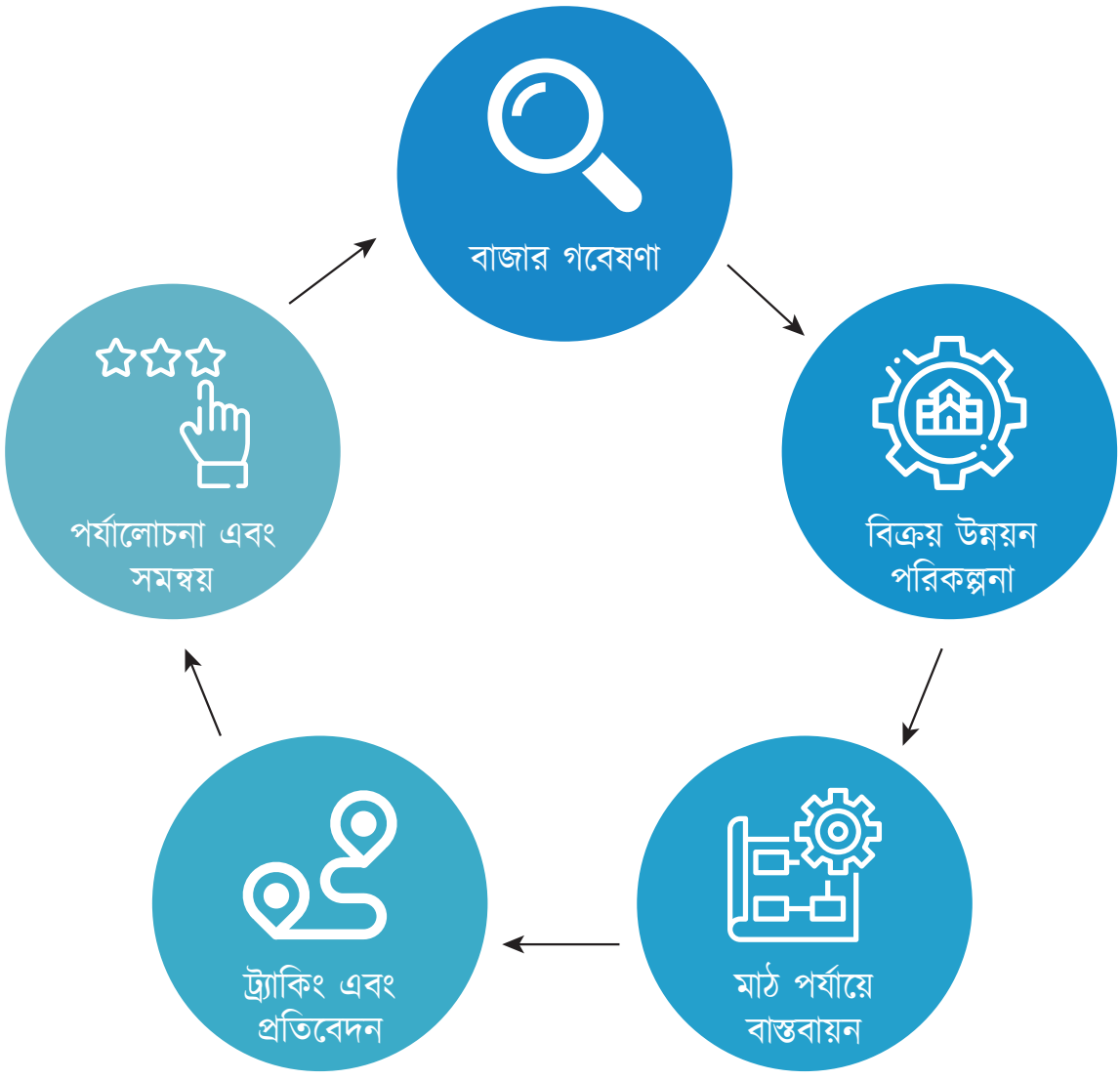

*এমফোরসি* cK‡íi Kg এলাকায় মানসম্মত এগ্রো-ইনপুটের mieivn ও Drcv`b welqK ‡mev উন্নয়নের পেছনে এগ্রো-ইনপুট কোম্পানিগুলো মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। প্রাথমিকভাবে, এগ্রো-ইনপুট কোম্পানিগুলো বিভিন্ন মার্কেটিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে; যেমন- নির্দিষ্ট ফসলের (ভূট্টা, মরিচ ইত্যাদি) এগ্রো-ইনপুটের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতনতা তৈরী। আস্তে আস্তে bZb bZb PiGjvKvq e¨emv cmv‡ii সাথে সাথে, কোম্পানিগুলো এখন নির্দিষ্ট ফসলের এগ্রো-ইনপুটবিষয়ক প্রশিক্ষণের চেয়ে সামগ্রিকভাবে চরের সব ফসলের এগ্রো-ইনপুটবিষয়ক প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিচ্ছে বেশি।

চর এলাকায় মার্কেট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এগ্রো-ইনপুট কোম্পানিগুলো যে মূল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় সেগুলো হলো- মূল ভূখন্ড, সাপ্লাই চেইন ও মূল তথ্যের উৎস থেকে চরের বিচ্ছিন্নতা এবং পরিবহন খরচ। অন্যান্য চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ক্রয়ক্ষমতা ও সচেতনতার অভাব, Aeকাঠামো (ইনফ্রাস্টাকচার) ও বিদ্যুৎব্যবস্থার অপরিপক্কতা অন্যতম।

## ৫.২ এমফোরসি ও সিডিআরসি'র সহযোগিতা

চর মার্কেটে ব্যবসায়ের প্রসার ঘটাতে এগ্রো-ইনপুট কোম্পানিগুলোর অব্যাহত প্রচেষ্টার সাথে ন্যূনতম যা প্রয়োজন তা হলো চর মার্কেটকে বার্ষিক বিক্রয় cwiKíbvর আওতায় নিয়ে আসা, নিয়মিত বিক্রয়কর্মী নিয়োজিত করা, সম্পূর্ণ ডিস্ট্রিবিউশন সেটআপ তৈরী করা এবং বিক্রয় টার্গেট (মিনিমাম সেলস টার্গেট) অর্জন করা। সেই লক্ষ্যে, *এমফোরসি* ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে এগ্রো-ইনপুট কোম্পানিগুলোর সাথে তিন বছরের বিক্রয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় পার্টনার হিসেবে চুক্তিস্বাক্ষর করেছে এবং তাদেরকে বাজার গবেষণা, সেলস ও মার্কেটিং পরিকল্পনা, কস্ট শেয়ারিং এবং সেলস ট্র্যাকিং-য়ে সহযোগিতা করছে। একইসাথে, *এমফোরসি* সরকারী গবেষণা ও সম্প্রসারণ (ডি এ ই/ডি এল এস) সংস্থার সাথে পার্টনারশিপে কাজ করছে এবং চর এলাকায় উৎপাদিত বিভিন্ন ফসল (যেমন- মরিচ, পাট ও বাদাম) এবং গবাদিপশুর মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

*চরস ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (সিডিআরসি)* বগুড়ায় অবস্থিত *পল্লী উন্নয়ন একাডেমী* ভিত্তিক একটি পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র, যার মূল লক্ষ্য হলো চর এলাকার দরিদ্র এবং হতদরিদ্র/চরম দরিদ্র, বাসিন্দাদের জীবিকার মানোন্নয়নে কাজ করা। *সিডিআরসি'র* প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হলো চরে বসবাসরত মানুষদের (নারী, পুরুষ ও শিশু) প্রয়োজনীয় সামর্থ্য তৈরী করা এবং তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। সেই লক্ষ্যে, *এমফোরসি* একটি মূল প্রাতিষ্ঠানিক পার্টনার হিসেবে *সিডিআরসি'র* সহযোগী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে এবং সংগঠনটির `¶Zv বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য নিয়ে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে যেনো সংগঠনটি চর এলাকায় আরও বেশি সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগ e„×‡Z fwgKv ivL‡Z cv‡i।

*এমফোরসি'র* সাথে পার্টনারশিপের বাইরেও, এগ্রো-ইনপুট কোম্পানি মিটিং ও চর K„l I বাণিজ্য মেলা আয়োজনের মাধ্যমে, *সিডিআরসি* এগ্রো-ইনপুট কোম্পানিগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এই আয়োজনগুলোর মাধ্যমে তৈরী হওয়া সম্পর্কের সদ্ব্যবহার করে, *সিডিআরসি* বেশ কিছু বেসরকারী এগ্রো-ইনপুট কোম্পানিকে চর এলাকার ব্যবসায়ীদের সাথে সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করার মাধ্যমে বিভিন্ন চর এলাকায় কোম্পানিগুলোর ব্যবসা cmv‡i সহায়তা করেছে এবং ভবিষ্যতেও এ কাজ করার পরিকল্পনা রেখেছে। এছাড়াও, *সিডিআরসি* তাদের ওয়েবসাইটে চর-বিষয়ক ডাটাবেজ হোস্ট করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এই ওয়েব সাইটটিতে (cdrc-rda.org) চর মার্কেটের ব্যাপারে আগ্রহী এগ্রো-ইনপুট কোম্পানিগুলো প্রয়োজনীয় চর-বিষয়ক তথ্য পাবে যার মাধ্যমে কোম্পানিগুলো চর মার্কেটে প্রবেশের উপযুক্ত কৌশল তৈরী করতে পারবে এবং তাদের ব্যবসায়িক পোর্টফোলিও আরও সমৃদ্ধ করতে পারবে।

## ৫.৩ এগ্রো-ইনপুট কোম্পানিগুলো যেভাবে চর মার্কেটে প্রবেশ করতে পারে

চর মার্কেটে কার্যক্রম পরিচালনার চ্যালেঞ্জগুলো একইসাথে চর মার্কেটের সম্ভাবনার জন্ম দেয়।

- যখন সাপ্লাই চেইন দুর্বল, একটি এগ্রো-ইনপুট কোম্পানি আনট্যাপড বা 'আগে অন্য কোনো কোম্পানি সেই জায়গার মার্কেটে প্রবেশ করেনি' এরকম মার্কেটে প্রবেশের মাধ্যমে 'ফার্স্টমুভার' এর সুবিধা পেতে পারে।

- একটি অব্যবহৃত বা আগে কারও প্রবেশ হয়নি এরকম মার্কেটে ভালো উৎপাদনের জন্য এগ্রো-ইনপুটের সঠিক ব্যবহার শেখানোর সুযোগও তৈরী করে দেয়। এজন্য ক্যাম্পেইনগুলোতে মানসম্মত এগ্রো-ইনপুট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এবং তা ব্যবহারের জন্য সঠিক চর্চার (যেমন- সঠিক সময়, ডোজের সঠিক পরিমাণ ইত্যাদি) ওপর জোর দেয়া উচিৎ।

- চর এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ খুবই নৈমিত্তিক একটি ব্যাপার, কিন্তু এর কারণে এগ্রো-ইনপুট বিক্রয়ের পরিমাণও বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শৈত্যপ্রবাহের কারণে ফসলে ছত্রাকের সংক্রমণ হতে পারে, এ পরিস্থিতিতে ছত্রাকনাশকের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়।

- এগ্রো-ইনপুট কোম্পানিগুলোর চাষের প্যাটার্ন, চলমান কৃষি চর্চা, ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল ও সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে সামগ্রিক বিক্রয় পরিকল্পনা থাকতে হবে।

CDRC
Chars Development Research Centre | RDA

LightCastle Partners

M4C
MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

পরিকল্পনায়

Rural Development and Cooperatives Division
Ministry of LGRD & Cooperatives

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

বাস্তবায়নে

RURAL DEVELOPMENT ACADEMY, BOGRA

swisscontact